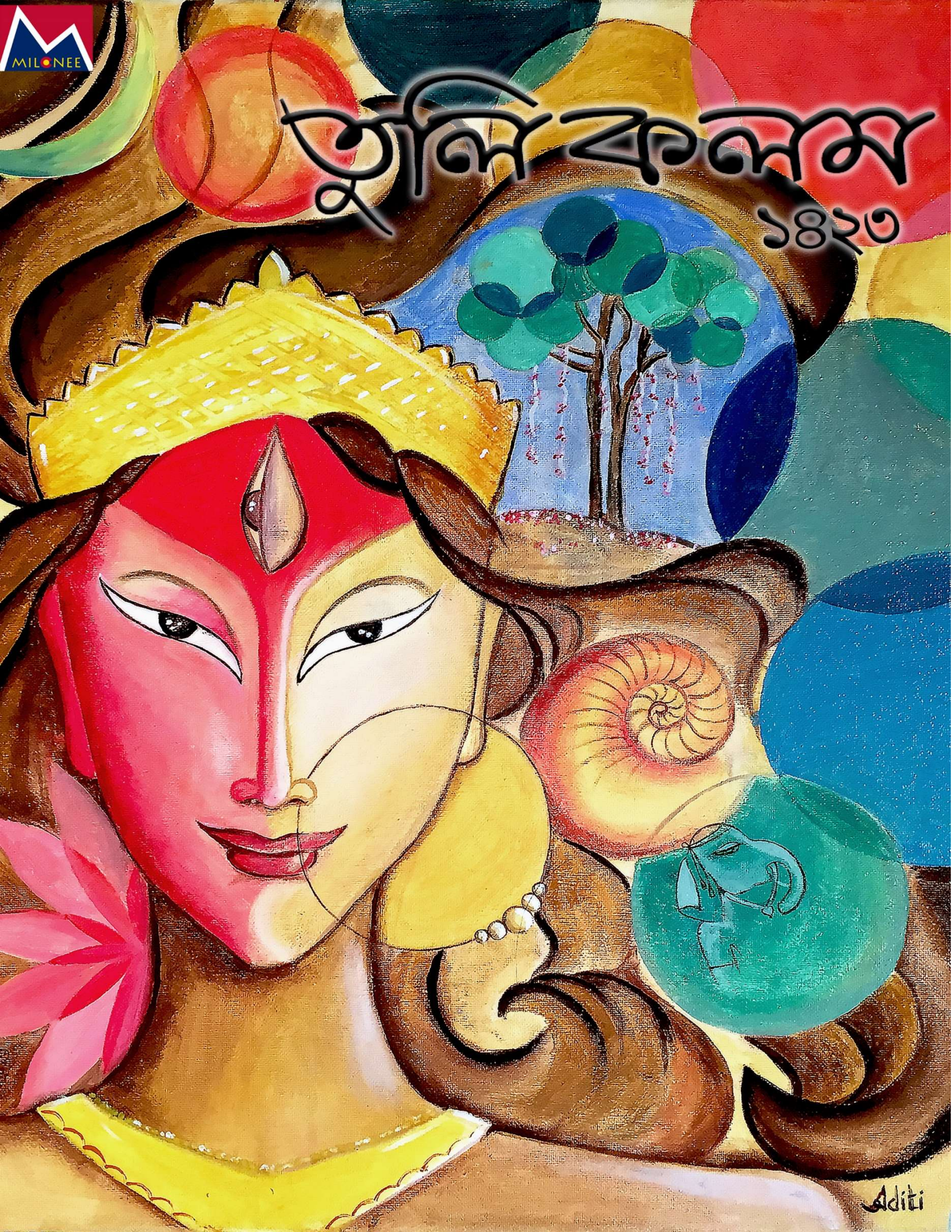


ଶୁଭି କଳା

୧୫୨୦





Homes of Rockies
Real Estate
303-731-6098
agent@homesofrockies.com

Homes of Rockies LLC has been operating for 14+ years in the state of Colorado serving all types of customers with their real estate needs. One of the specialties of Homes of Rockies is to represent the best interests of buyers and sellers throughout the home buying and selling process respectively. Our company always put our clients first and this assures them that they are represented with integrity and honesty. Homes of Rockies provide every customer excellent guidance that saves you time and money, and makes the experience of buying or selling your home more enjoyable and less stressful.

A unique way of helping clients in Real Estate
Learn and do it yourself approach.

Semi-self service real estate firm

We will hold your hand and walk you through

Entire process

Save ton of money on commissions while selling
and make money to buy real estate.

We cover part of closing costs

Call for details

Additionally, Homes of Rockies helps their customers to manage the properties to make owners free of any hassle. We have dedicated staff to providing the best property management possible and tailoring our services to meet each of our owners needs. Our Business is to help our owners to achieve their goals of profitability, low maintenance and low tenant turnover. We ensure that your property is well managed to attract and retain good quality tenants. We do everything possible to help you generate income and enhance the value of your property.

If you're like many people, buying a home is the biggest financial investment you will make. So whether you're buying a starter home, your dream home or an investment property, why not take advantage of our experience as a recognized real estate expert to make the most informed decisions you can? And save ton of money while performing transactions.

Please contact Homes of Rockies for all your real estate needs. You can call at **303-731-6098** or

send an email to: agent@homesofrockies.com.

Homes of Rockies
Real Estate



মিলনীর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই শারদীয়ার
প্ৰীতি ও শুভেচ্ছা

Durga Puja 2016 - Nirghonto

October 1st - Sosthi, Saptami &
Astami

10:00 AM - Puja starts

12:00 PM - Pusanjali

October 2nd - Nabami & Dashami

10:00 AM - Puja starts

12:00 PM - Pusanjali

4:30 PM - Thakur Boron

Puja Performed by

Joydip Bhaumik
Ananyo Bandhopadhyay

Tulikolom Editor: Manisha Pal, Sumit Sarkar, Vivek

Tulikolom Cover Page: Aditi Mukerji

Pujo Stage & Pandal Design: Anuradha Kamath,

Singdha Laskar, Aheli Basu, Aditi Mukerji



Milonee 2016 Executive Committee

Krishnendu & Sucharita Das
Gautam & Neha Majumdar
Tanmoy & Moumita Ghosh
Kaushik & Khushi Ghosh
Dhrubo & Snigdha Laskar
Souvik Nandi
Ratul Bhawal & Aheli Basu
Raja & Sonasree Roy
Sandip Banerjee & Manisha Pal

Vivekdyoti Pramanik & Beauty
Samrat Sharma & Aditi Mukerji
Suman & Moumita Chakrabarti
Anirban & Shilpi Kundu
Biswajit & Sunita Bhattadhikari
Kanchan & Simi Basu
Anup & Sreeparna Dutta
Anuradha Kamath
Sumit Sarkar

CONTENTS

FROM THE PRESIDENT'S DESK.....	1
বাঙালীর দেবী আরাধনা.....	3
THE SANDSTONE BUTTON.....	6
বিশ্বাস.....	8
TRANSFORMATION UNLEASHED – HOW I GAVE MY LIFE NEW DIRECTION.....	13
MIXED BAG – FOUR MICRO STORIES.....	15
TRANSCENDENTALISM IN MODERN SOCIETY.....	20
ভয়.....	22
HIDE AND SEEK STORIES.....	27
নিজস্বী.....	30
ITALY TRAVELOUGE.....	31
PRIYA AND PARAG – MARRIED LIFE IN THE SEVENTIES	36
ARTIST'S GALLERY	40
MILONEE SOCIAL ACTIVITES.....	43
POEM.....	44
REFLECTION.....	44
ADDVICE ON CUPCAKES.....	44
SCARED STRANGER.....	46
MAGICAL MUSICAL.....	46
রাজনৈতিক.....	47
কালান্তর.....	48
অন্য পুজো.....	49
জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের একমুঠো কবিতা	50
EGGS EXCEPT BREAKFAST.....	54
BHUNA GHOSHT RECIPE	56

FROM THE PRESIDENT'S DESK



কাশফুল, তুলোভেজা মেঘে ঐ দেখো মা আসে
নানা আলো ছন্দে সুরে আকাশ বাতাস ভাসে
তাকের বাদ্যি ঢ্যাং কুড় কুড় মায়ের আগমন
(আজ) শারদ প্রাতে মায়ের পুজোয় সবার নিমন্ত্রন
- কৃষ্ণেন্দু

Let me first welcome everyone to our biggest festival of the year Durgotsav. For two days, Milonee endeavors to recreate our best memories from our homeland, in a fun filled fiesta of food, cultural extravaganza, and limitless 'adda'. We want to ensure that we reserve adequate time to showcase our local and budding talent pool. As always, I am confident they will put up a magnificent show. In addition to that this year we have invited 2 artists of exceptional talent to perform at Milonee's Durgotsab, 2016 and make the 2 days really memorable. We expect Parul Mishra's magical voice will enchant the all strata of the audience. And there is very little need to reintroduce Anupam Roy to our community. I am sure they have swayed to his songs and hummed his songs in the recent past.

Like other years, this year's 'Tuli Kolom', is once again an impressive collection of thoughtful writings and creations from our community members, across all ages.

As we move on, and we handover the responsibility of continuing stellar tradition, to the incoming committee, I express my heartfelt thanks to our sponsors, donors and participants for their kind help to make our organization a successful one.

I am really thankful to my predecessors for being just that, for having raised the bar again and again, setting higher limits for my team and myself; and for always being there to provide us unconditional guidance and support. It was an honor to be your successor. We pledge to make Milonee better and bigger with every passing year, and with every notch of success.

And last but by no means the least, I was incredibly fortunate to have the support and hard work of a rock solid team. Their dedication and ownership, made all the difference. We are also happy to share with you that our team participated in several initiatives that helped Milonee give back to our most loved state, Colorado. Our time spent with Habitat for Humanity and Food Bank of Rockies, was highly commended.

And my parting words are for the new committee that will take over for next year's celebrations. We as a community will support you as best as we can. Best of luck!

*Thanks and regards,
Krishnendu Kumar Das
President
Milonee of Colorado, 2016*

Best Wishes from All Our Donor friends

- + Suhita and Deepak Sinha*
- + Roshmi and Jaydip Bhaumik*
- + Alpana Choudhuri*
- + Mira and Rathin Basu*
- + Patrali and Kaustab Bose*
- + Malay Ghosh*
- + Mitali and Diptiman Misra*
- + Sonasree and Raja Roy*
- + Simi and Kanchan Basu*
- + Sreeparna and Anup Dutta*
- + Beauty Mondal and Vivekjyoti Pramanik*
- + Bulaki and Kaushik Ghosh*
- + Neha and Gautam Majumdar*
- + Tuhina and Souvik Nandi*
- + Sucharita and Krishnendu Das*
- + Manisha Pal and Sandip Banerjee*

বাঙালীর দেবী আরাধনা

শান্তিরঞ্জন পাল

দুর্গাপূজা বাঙালীর সবচেয়ে বড় উৎসব। বর্ষাশেষে আকাশে নীল রং এর চাদর পেতেছে প্রকৃতি। মাঝেমাঝে সাদা মেঘের ভেলা চলেছে সুদূরের পানে। মাঠঘাট সবুজে একাকার। এরই মধ্যে কাশফুল হেলেদুলে সোহাগের হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বাতাসে বাতাসে শিউলীর মন মাতানো গন্ধে ম ম করছে। প্রকৃতি তার সর্বস্ব দিয়ে দেবী দুর্গাকে আবাহন করছে। বঙ্গদেশে গ্রামেগঞ্জে শুরু হয়ে গেছে দেবীবন্দনার আয়োজন।

শুধু বঙ্গদেশেই নয় আজকাল পৃথিবীর অন্যপ্রান্ত এমনকি সুদূর ইংল্যান্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও প্রবাসী বাঙালীরা মহাধুমধামে দুর্গা উৎসব পালন করছেন।

পুরাকালে রাজা সুরথ দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। তখন পূজা হত বসন্তকালে। এখন হয় শরতকালে। পুরানে জানা যায় যে রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র যখন সীতা উদ্ধারে প্রানপণ সংগ্রামে লিপ্ত হন তখন দেবতাদের আদেশে শরতকালে দুর্গা পূজার আয়োজন করেন। তিনি অকালবোধন করেন। দেবতার আর্শিবাদে বলীয়ান হয়ে তিনি সীতা উদ্ধারে সমর্থ হন। রাজা রামচন্দ্রই শারদীয়া দুর্গা পূজার প্রচলন করেন। তখন থেকেই বঙ্গদেশে আশ্বিনমাসে দুর্গা পূজার সূচনা হয়। এই পূজা পাঁচদিন ব্যাপী। আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতিথিতে দেবীর বোধন হয় এবং দশমীতে বিসর্জনেই এই উৎসবের সমাপ্তি। প্রতি বছরই এইকটা দিনের জন্য মানুষ সাগ্রহে অপেক্ষা করে। এই পূজায় জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবাই অপার আনন্দ উপভোগ করেন। পূজা উপলক্ষে গরিব ধনী সকলেই নূতন কাপড় পরিধান করেন। পূজা উদ্যোগীদের চেষ্টায় পূজার কটা দিন পূজা মন্ডপে মায়ের প্রসাদের সাথে ভালমন্দ খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

কারিগররা অপরূপ সৌন্দর্য মহিমায় বিভিন্ন থিমে মন্ডপ সজ্জিত করেন। আলোক শিল্পীরা পূজামন্ডপ সহ পথঘাট আলোকমালায় ঝলমলিয়ে তোলেন। দলেদলে দর্শক সমস্ত রাত জেগে প্রতিমা দর্শন করেন। এই কয় দিন ছোটরা একদম বাড়ীমুখে হয় না। ঢাকের বাদ্যে পূজা মন্ডপ মুখরীত হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পূজার আনন্দে উদ্বেলিত হন।

এই পূজা সর্বশক্তির আধার মা দুর্গাকে কেন্দ্র করে হলে ও তাঁর সংগে তাঁর সন্তান সন্ততি রাও থাকেন। থাকেন লক্ষী সরস্বতী কার্তিক গণেশ ও তার প্রতিপক্ষ প্রবল শক্তিশালী মহিষাসুর। আর থাকেন সবার বাহন। এ এক দেবাসুরের মহাযুদ্ধ। মা দুর্গা সকল দেবতার বরে বলীয়ান হয়ে মহিষাসুর বধ করে দেবতাদের রক্ষা করেন। এই মহাযুদ্ধের ছবিই শিল্পীরা দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তোলেন। এতই নিপুনভাবে প্রতিমা তৈরী করেন যে বছরের পর বছর দেখে ও আমাদের সাধ মেটে না।

প্রতি বছর মর্তে মায়ের আগমনকে আমরা বিভিন্ন ভাবে কল্পনা করতে পারি। মা দুর্গা শ্বশুর বাড়ি থেকে নিজের সন্তানসন্ততিদের নিয়ে বাপের বাড়িতে আসেন যেমন বিবাহিতা মেয়েরা আসে পিতৃগৃহে। আর সখা সখীদের কাছে সুখদুঃখের কথা বিনিময় করেন। আবার অন্যভাবে চিন্তা করা যায় যে পৃথিবীতে যখন অত্যাচারে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন বিপন্ন হয় তখন ভগবান নিজের সন্তানদের পরিত্রানের জন্য নিজে আবির্ভূত হন।

পৃথিবীর সর্বত্র দুর্গাপূজা হয় এমনটা নয়। মানুষ পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম পালন করে। ধর্ম আচরনে মানুষের চরিত্রে সহনশীলতা, নমনীয়তা ও সকলের প্রতি প্রেম ভালবাসার সঞ্চার হয়। সকল ধর্মের সার এক। আমরা দেখেছি যে পূজা পার্বন মানুষ দিনক্ষন দেখে পালন করে। কিন্তু ঈশ্বর কে ডাকার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যখন সময় হবে তা যদি দিনান্তে সব কাজের শেষে কয়টি মুহূর্ত ও হয়, তখন যদি ভক্তি ভরে ইষ্ট দেবতার স্মরণ করা যায় তাতেই তিনি প্রসন্ন হন।

এই বিশ্বাস মাথায় রেখে প্রবাসী ভারতীয় বন্ধুরা "মিলনী"র মাধ্যমে প্রতি বছর এই দূরদেশে সকলকে একত্রিত করে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর পূজার আয়োজন করেন। এ বছর ও পয়লা আর দোসরা অক্টোবর দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়েছে। প্রার্থনা করব যে সকলের মিলনে ও সহযোগিতায় এই প্রয়াস সার্থক হবে।



The Kumon logo, featuring the word "KUMON" in a blue sans-serif font with a stylized smiley face for the letter "O".

KUMON

A blue circular callout with a white border and a dotted inner edge, containing the text "WE MAKE YOUR SMART KID EVEN SMARTER!".

WE MAKE YOUR
SMART KID EVEN
SMARTER!



Kumon is the smartest extracurricular activity you can give your kids

Give your kids even a smarter school year

You want your kids at the head of the class. Doing homework quickly and accurately, and advancing to the highest levels in school. That's why enrolling them in the Kumon Math & Reading Programs is so valuable.

- Kumon kids can advance and study above grade level. *Is your child's learning limited to what the class is studying?*
- It takes just 30 minutes per subject, a day. *What busy schedule can't handle that?*
- While friends stress over homework, Kumon kids get it done faster and with less effort. *How will your kids enjoy their extra time?*

Call us today to schedule a Free Parent Orientation to learn more:
Kumon Math & Reading Center of Highlands Ranch – East
9362 S. Colorado Boulevard, Suite D-08, Highlands Ranch, CO 80126
303-683-3339 • kumon.com/highlands-ranch-east-co
\$50 off Registration. Offer valid until December 2016.

The Kumon logo, featuring the word "KUMON" in a blue sans-serif font with a stylized smiley face for the letter "O".

KUMON

THE SANDSTONE BUTTON

Sudatta Talukdar

It was my favorite among the rest. The one I adored most amidst my treasured box of buttons - the Sandstone button. It was no gold or diamond but still the most prized possession I have inherited with pride. It would glitter like a thousand constellations when held in the golden morning sunlight. But that was not the reason it was my favorite one. The real reason laid in the glitter of the eyes of the one who had held it in front of me for the first time. I would try so hard to catch it with both my hands but failed. I had not yet found much control over my hands and feet till then. People would say one cannot hold such a distant memory but fortunately I do. Or rather, I struggle to hold on to them, as they are all I have got of the most precious person of my life.

I am talking about the time when I was about 8 weeks of age. I had no idea what this world was all about. All I knew was he was there for me. All the time. My grandfather. My mother's father. And that we possessed a treasure: a box of buttons that he would lovingly hold out to me and make me smile. There were so many of them. A glossy red one, a flat brown one, a silver shiny one, but the one that brought the brightest smile on my face was the Sandstone button.



I hold no memories of my parents at this time. I even had no idea there was anyone else in this world other than me and my Grandpa. He was a tall and lean man with a faint clovy scent who would backbrush his shiny black hair every morning as I woke up. I would throw my arms towards him as a gesture that he needs to pick me up and take me wherever he is going. He would never dishearten me. I was as essential as the grocery bag he needed every morning on his way to the market. I remember the park seat so covered with fallen leaves on the onset of autumn. He would take me under the tree and shake its branches so that I would be overwhelmingly happy to witness the shower of yellow autumn leaves.



As I started growing up and realized the presence of my parents, my Grandma, my older sister and so many other people all around, I feared. I feared that the other people would invade into our world that we so adored. I cried every time my Mom would take me away for feeding me. I would continue crying unless Grandpa would come running and fly me like an airplane into his lap, my happiest part of the World. I would slide down his legs and come back crawling only to amaze him by my growing up. I was so much a part of him, and him alone.

I was so happy. He would never leave my sight. I thought that was all - me and my Grandpa. And of course, our little treasure chests which now included a box of old coins of different shapes, an envelope of colorful clips, the coin shaped shiny chocolate box and of course the most adored box of buttons. I had everything I needed. His smiles would wake me up in the mornings and his loving pats would put me to sleep at nightfall. That was all I needed.

Slowly I started learning words and was so eager to know what I should call him. My angel, everything I had. But this was the time I felt he was trying to keep me more with my parents. The woman who fed me was my Mom and the man who would occasionally show up to meet his "unwanted second girl child" was my father. I do not intend to hurt my parents but that was my early childhood feeling and there is no way I can lie about that.

During those times giving birth to a girl child in a middle class Indian family was crime enough. My mother was adamant enough to commit this crime twice. Hence, may be it was quite normal as things were going. But amidst all this fuss I had quietly sneaked into my happy place, my Grandpa. He was all I knew and cared about.

But he was behaving so differently. It was as if he was intentionally pushing me away and I grew grumpier. I had decided not to give in. I would not hold the Sandstone button anymore and would throw it away in anger. He would be lazily lying in his bed most of the times instead of giving me a slide on his legs. I would often show my anger by walking away towards my Mom instead of him. I had started walking then and the chippy chit chat sounds of the older people had started making sense. I had started learning words. I had decided to surprise my Grandpa after a long Cold War amongst us. I had started learning to say "Daddu". That's what we call our Grandpa in Bengali, my native language.

I had practiced all night and as the morning arrived I started getting ready to say my first words and win back my Grandpa's happy smile with a glitter in his eyes. Like the glittering Sandstone button. But things were so unusual this morning. Everything was white and dull and they simply would not allow me to his room. After a lot of crying, my Mom took me to him. I shouted, "Daddu" with a shining smile. My first words!! But he did not answer. He laid so still. Not even on his bed, on a wooden frame with white clothes, and white flowers, and white chandan bindi on his forehead. My Mom started gasping and crying as I was so confused. I hurdled and stretched out my little arms towards him. But this time he disheartened me. He never woke up again.

My Mom had sat me on his bed which was now so empty as he was being taken away from me. My world was being snatched away from me and I started shouting and gripping on to things around me. Only to find clutched in my hands, the Sandstone button. Glittering in the morning Sun like a thousand constellations. He had left it for me. The Sandstone button.

He had given up after a long fight with cancer. That's why the distance with me all this while. I had lost my world in a moment. I could not even have the chance of calling him "Daddu" or show my first trophy in school, my shiny medal in college, my adored husband who looks just like him while back brushing his shiny black hair in the mornings. But even to this day whenever I am let down, whenever I am sad and helpless I clutch on to my glittering Sandstone button, feel him within my heart and soak in strength from the thousand glittering constellations in one of which he resides. My Grandpa. My angel. As I hold on to my priceless Sandstone button.



বিশ্বাস

রাজা ভট্টাচার্য

১

ফেসবুকে লেখালিখি করেও যে এত বিখ্যাত হওয়া যায়, সম্মাটের ধারণা ছিল না। কবিতা-টবিতা লিখত নিজের মনে, হেথা হোথা লিটল ম্যাগাজিনে ছাপা হত - এই পর্যন্ত ওর দৌড়। কেউ পড়ত কি না - তাও বুঝতে পারত না। ফেসবুক আসার পর অন্যদের দেখাদেখি ও একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। ছেলের আঁকা ছবি, বৌয়ের রান্নার ফটো আপলোড করত। দু'দশ জন বন্ধুবান্ধব লাইক দিত, খেতে চাইত - ব্যাস। হঠাৎ একদিন কী মনে করে একটা গল্প লিখে ফেলেছিল - সেই নিয়ে লেগে গেল ধুকুমার হইহই। আরও ক'টা গল্প লিখে দিব্যি বিখ্যাত হয়ে গেল সম্মাট। কিন্তু ওর একটা সুবিধে ছিল - থাকে মফস্বলে, অফিস আর বাড়ির বাইরে কোথাও যায় না ; ফলে সেটা ও ততটা বুঝতেও পারল না। যেদিন প্রথম শেয়ালদা স্টেশনে একটা অচেনা ছেলে হঠাৎ পথ আটকে জিজ্ঞেস করল - "আপনিই 'সন্ধ্যাতারা' গল্পটা লিখেছেন, না? উফ্, অসাধারণ! আমি কিন্তু আপনার ভীষণ ভক্ত! আমার মা তো প'ড়ে..." ইত্যাদি - সেদিন ওর কানে জল ঢুকল। বাস রে! ওরও ফ্যান আছে !! বাড়ি ফিরে লম্বা ভূমিকা করে, টোম্যাটো সস-টস দিয়ে উমদা বানিয়ে পরিবেশন করল ঘটনাটা - এবং যথারীতি বৌয়ের কাছে বিশেষ পান্তা না-পেলেও দিনভর গদগদ হয়ে রইল। ছেলেকেই বলল বার পাঁচেক ; সে অবিশ্যি একেবারে মুগ্ধ হয়ে শুনল প্রত্যেকবার। যাক, মান রক্ষা হল। আর কাকেই বা বলত। বন্ধুবান্ধব শুনলে হয়ত হাসবে।থাক বাবা।

কিন্তু ক্রমেই ও টের পাচ্ছিল - ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক এতটা হাস্যকর নয়। ক্রমে বাড়ছিল মুগ্ধ কমেস্ট আর ইনবক্স মেসেজ। ফোন নম্বর চেয়ে উচ্ছসিত প্রশংসা আসছিল। প্রথমে কলকাতা বা বর্ধমান, ক্রমে দিল্লি, মুম্বাই। তারপর যেদিন ফোন এল ইংল্যান্ড থেকে, সেদিন সত্যিই হাঁ হয়ে গেল ও। সেদিন আর ছেলেকে বা বৌকে ফলাও করে বলতেও পারল না। কেমন একটা ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে রইল সারাদিন। আরও একটু একটেরে হয়ে পড়ল, ইনবক্সের বার্তার উত্তর দেওয়াই প্রায় ছেড়ে দিল বেশ কদিনের জন্য। ওর চারপাশের সাদামাটা দুনিয়াটার দ্রুত এবং আকস্মিক পরিবর্তন ওকে বিভ্রান্ত এবং হতচকিত করে তুলেছিল। কোনও লেখা বইয়ে ছাপা হয় নি এখনও - তাতেই এমন হয় না কি! বিশ্বাস হচ্ছিল না ওর। আর ক্রমে ওর ইনবক্স ভরে উঠছিল সারা পৃথিবীর বাঙালির ভালবাসার বার্তায়। ওর বিশ্বাস বাড়ছিল। ভালও লাগছিল; কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি হচ্ছিল অস্বস্তি।

২

অফিস থেকে বেরিয়ে এল বিদীপ্তা। সফ্টওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তার কর্মীকে শোষণ করে নেয় - যে টাকা কোম্পানি দেয়, তার মূল্যও উসুল করে নেয়। কাজ শেষ করে যখন বেরোয়, তখন মাথা ঝিমঝিম করে, পা টলে সামান্য, আর রোজই মনে হয় - শেষ হল তাহলে একটা দিন। বাড়ি, সংসার - এই শব্দগুলো অলীক বলে মনে হয়। বাচ্চাটার বয়েস দুই ছাড়িয়েছে ; তৃষিতের মতো অপেক্ষা করে মায়ের জন্য। মা কিন্তু ফেরে রাত দশটায় - প্রায়ই তখন তার মাঝরাত - ঘুমিয়ে কাদা। বাড়ি নিঝুম, শুভেন কম্পিউটার নিয়ে লেখায় মগ্ন।এটাই ওর পেশা।মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এসে পড়ল এ.সি. বাসটা। আজ তুলনায় ফাঁকা। সিটে বসে পা-জোড়া ছড়িয়ে আরামের নিশ্বাস ফেলল বিদীপ্তা। তারপর ব্যাগ থেকে বের করল মোবাইলটা। ফেরার পথে এই ফেসবুকে চোখ বোলানোটা ওর সারাদিনের একমাত্র বিনোদন। এলোমেলো ছবি - কে কোথায় বেড়াতে গেছে,

খেতে গেছে কে.এফ.সি.তে, তার চল্লিশটা ফটো। এক লাইনের হাসির কথার উপর লেখা - 'জোকস'! আর তার নীচেই....একটা গল্প। 'চলতি হাওয়া' - সম্রাট রায়। অন্যমনস্ক ভাবটা কেটে গেল মুহূর্তে, সোজা হয়ে বসে ও চোখ রাখল মোবাইলের পর্দায়। তারপর ধীরে ধীরে ডুবে গেল ছোট্ট গল্পটার মধ্যে। পাঁচ মিনিট পর যখন ও 'আহহহ' বলে চোখ বন্ধ করল, ততক্ষণে সে চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে। কীভাবে এমন লেখে এই মানুষটা! করে তো সাধারণ একটা সরকারি চাকরি। কেরানির লেখায় এমন জাদু আসে কোথেকে !

লাইক দিতে গিয়ে দেখল - দু' ঘন্টায় প্রায় তিনশো লাইক ইতিমধ্যেই পড়ে গেছে। থাক গে। দেবে না লাইক। কमेंটও করবে না। একদল ফ্যানের ভীড়ে নিজেকে 'তিনশো এক নং' বলে ভাবতে ওর ইচ্ছে হল না। শুধু বাড়ি ফিরেই কম্পিউটার টেবিল থেকে তুলে আনল শুভেনকে। শুভেনের মুখে মৃদু হাসি - বলল - "সেই তোমার সম্রাট রায়ের প্যানপেনে গল্প! উফফফ, পারেও লোকটা। আবার একটা ছেড়েছে বুঝি?" বিদীপ্তা একটু হাসল - "কী করে বুঝলে?" শুভেনও হাসল এবার - "বাঃ, চোখ যে এখনও ছলছল করছে!" আর কথা বাড়াল না বিদীপ্তা, ডাইনিং টেবিলে বসে, শুভেনকেও বসিয়ে পড়ে শোনাতে লাগল গল্পটা। পড়তে পড়তে বারবার গলা ধরে এল ওর, চোখ এল ঝাপসা হয়ে। সম্মোহিতের মতো শুনতে লাগল শুভেনও। যেই হোক এই সম্রাট রায় - লেখে খাসা।

আর ঠিক তখনই, বৌয়ের পরিশ্রান্ত অথচ তৃপ্ত মুখ, ভেজা অথচ মেদুর চোখের দিকে তাকিয়ে ওর মাথায় একটা উদ্ভট প্ল্যান এল। আসা-মাত্র সেটাকে বাতিল করল ও - ধুস, হবে না। কেমন লোক কে জানে। এত যার ফ্যান ফলোয়িং - সে লোক নির্ঘাত অহংকারী হবে খুব। রাজি হবে না এই পাগলাটে প্রস্তাবে। তবু...

তবু শুভেন ঠিক করল - প্রস্তাবটা ও দেবে। দিয়ে দেখতে তো দোষ নেই। কী আর হবে, বড়জোর রাজি হবে না! ক্ষতি কী তাতে !

ভাবতে ভাবতেই বিদীপ্তাকে স্নানে পাঠিয়ে খাবার গরম করল ও। আর খাওয়ার শেষে ফ্রিজ থেকে বৌয়ের ফেভারিট আইসক্রিমটা বের করে সযত্নে হাতে তুলে দিয়ে আদর-মাথা মৃদু গলায় বলল - "হ্যাপি বার্থ ডে, পৌঁচি!"

৩

রাত দুটো বাজে। কাজ শেষ করে আড়মোড়া ভেঙে মস্ত হাই তুলল শুভেন। পাশের ঘরে ছেলেকে জাপটে ঘুমোচ্ছে বিদীপ্তা। ফেসবুকে ঢুকে সম্রাট রায়ের প্রোফাইলে ঢুকল শুভেন। সোজাসাপটা ভাষায় দরকারি কথাগুলো লিখে রেখেছে লোকটা - কবে জন্ম, কোথায় থাকে, কদর পড়েছে, কী করে - এইসব। লোকটা বিবাহিত, একটি কিশোর সন্তানের পিতা। ব্যাস। অত্যন্ত সাদামাটা প্রোফাইল, সাজগোজের চেপ্টাও নেই কোথাও। কিন্তু লেখা পড়লে সত্যিই থমকে যেতে হয়। খুব আন্তরিক ভাষায়, কোনও ঘটাপটা ছাড়াই লেখে লোকটা ; বিষয়ও খুব সাধারণ। কিন্তু অত্যন্ত ইঙ্গিতবহ, গভীর। বিপুল ফ্যান ফলোয়িং আছে লোকটার, এবং তারা ওকে খুব সম্মান করে। এ মানুষ রাজি হবে বলে মনে হয় না। তাও - দেখা যাক। ইনবক্সে এক লাইনে লিখে দিল একটা বার্তা - "একটু দরকার ছিল - কথা বলা যাবে?" স্বভাবতই জবাব এল না। লোকটা নিশ্চিতভাবে ঘুমোচ্ছে এখন।

পরের দিন প্রায় বেলা বারোটা পর্যন্ত জবাব এল না। বিদীপ্তা অফিসে, বাচ্চাটা স্কুলে। এইসময় কথা বলতে পারলেই সবচেয়ে ভাল হত। বেলা গড়াচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে - মেসেজটা দেখেছে সেই সম্রাট রায়। কিন্তু উত্তর দিচ্ছে না। ধৈর্য হারিয়ে আবার মেসেজ করল শুভেন - "ব্যস্ত?" এবার জবাব ভেসে উঠল কম্পিউটারের পর্দায় - "বলুন।"

কোনও দ্বিধা না-করে সটান প্রস্তাবটা লিখে ফেলল শুভেন - "আমার গিন্নি - বিদীপ্তা দত্ত আপনার লেখার অত্যন্ত ভক্ত। খুব শ্রদ্ধা করে আপনাকে ও। গতকাল ওর জন্মদিন গেল। কোনও গিফট দিই নি আমি। কেননা, মনে হল - এবারের জন্মদিনে সবচেয়ে ভাল যে উপহারটা ওকে দেওয়া যায় - তা হল - আপনার সঙ্গে ওকে আলাপ করিয়ে দিতে পারি যদি। উইক-এন্ডে একটা দিন একটু সময় দেবেন আমায়? নিমন্ত্রণ করব আপনাকে ওর বার্থডে-ট্রিটে - আপনার সুবিধা-মতো কোনও রেস্টোরাঁয়? প্লিজ..."

কোম্পানির ব্লগটা দ্রুত হাতে লিখতে লিখতে বারবার ইনবক্সে চোখ রাখছিল শুভেন। আসছে না, জবাব আসছে না। কেন? পাত্তা না-দিয়ে অসভ্যতা করার মতো লোক বলে তো মনে হয় না এর লেখা পড়লে! তাহলে উত্তর দিচ্ছে না কেন? যাক, না-যাক - জবাবটা তো দেবে! অঙ্কুত তো! প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল ওর। আবার মেসেজ করল লোকটাকে - এবার সোজা ইংরেজিতে - 'নট ইনটারেস্টেড?' - যেন কথা চুকিয়ে ফেলতে চায় ও, করতে চায় একটা পাকাপাকি ফয়সালা।

এইবার এল জবাব। আশ্চর্য জবাব। পড়ে শুভেনের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল - ভাবল - লোকটা ওর লেখার মতোই তো! কেননা লোকটা লিখল - "আসলে কখনো এমন প্রস্তাব পাই নি তো, তাই বুঝতে পারছি না - ঠিক কী লিখব।" এতক্ষণে শুভেনের খেয়াল হল - তার প্রস্তাবটা সত্যিই অঙ্কুত। একটা অজানা অচেনা লোকের বউয়ের জন্মদিনে কেউ হঠাৎ যেতেই বা যাবে কেন? খ্যাত-অখ্যাতর ব্যাপারই আসছে না এখানে! ততক্ষণে লোকটা আবার লিখেছে - "আমি একটু আনস্মার্ট আছি। ভেবে পরে বলি?"

হঠাৎ লোকটাকে ভাল লেগে গেল শুভেনের। আজকাল সবাই স্মার্ট, সবাই সব জানে। এ দেখা যাচ্ছে অন্তত এইটুকুতে আলাদা। পরের চারদিনে খুব আস্তে আস্তে স্মার্ট রায়কে রাজি করিয়ে ফেলল শুভেন। ঠিক হল - রোববার দুপুরে, নিউ মার্কেটের কাছে একটা রেস্টোরাঁর সামনে দেখা করবে ওরা - শুভেন আর স্মার্ট।

বিদীপ্তা অবশ্য এর কিছুই জানতে পারল না। ও তখন মত্ত হয়ে রয়েছে স্মার্টের নতুন লেখা - 'চরাচর' নিয়ে। শুভেনকেও শুনিয়েছে যথারীতি, এবং শুভেন মন্তব্য করেছে - "যাত্রা লিখতে বলা!" বিদীপ্তা দু'দিন কথা বলে নি ওর সঙ্গে।

8

রোববার সকালে উঠে স্মার্ট আবিষ্কার করল - ওর যাওয়ার ইচ্ছে যেটুকু বা ছিল কাল পর্যন্ত - আজ তার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। ও যেতে রাজি হয়েছিল একটাই কারণে। দেখা দরকার - এ কেমন হাসব্যান্ড - যে নিজের বউকে তারই প্রিয় লেখকের সাথে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য এ হেন উদ্যোগ নিতে পারে! কিন্তু এখন আর সেই কৌতুহল নেই মগজে। তার জায়গা দখল করেছে একটা কূট সন্দেহ। পুরো ব্যাপারটাই একটা প্রকাণ্ড ঠাট্টা নয় তো! হয়তো ওরই কোনও বন্ধুর কীর্তি এটা - জাস্ট ওকে নিয়ে একটু তামাশা করার জন্য। ফেক প্রোফাইল থেকে ওর সাথে মিথ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেট করে নিয়ে যাওয়া হল কলকাতায়, ও দাঁড়িয়ে রইল রাস্তায় হাঁ করে - কেউ এল না। বরং আড়াল থেকে তোলা হল ওর ফোটা - ব্যাস - দেদার মজা! আর এই সন্দেহটা ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছিল সময়ের সাথে সাথে। আর ততই ওর না-যাওয়ার ইচ্ছেটা বেড়ে উঠছিল। একবার কী মনে করে শুভেন দত্ত নামের সেই তাজ্জব লোকটার প্রোফাইল চেক করল - নাঃ, সত্যিই বিদীপ্তা দত্ত এর ওয়াইফের নাম। ফেক নাও হতে পারে। কী করা যায় এখন? সোজা ডুব মেরে দেবে? সেটাও তো একটা চরম অসভ্যতা হবে। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই ফোন এল শুভেনের। "হ্যাঁ স্যার, আসছেন তো? ঠিক দু'টোর সময়...দেখবেন, নিউ মার্কেটের ঠিক অপোজিটে...না না, আমি নীচেই ওয়েন্ট করব...!" এরপর না যাওয়ার কথা বলা যায় না আর। ধুসসস, যা হওয়ার হবে। ও তো আর বাচ্চা ছেলে নয়, কেউ ধরে আটকে রেখে দেবে! স্নান সেরে বেরিয়েই পড়ল। দেখাই যাক না...

ফুটপাথে অধৈর্য পায়ে পায়চারি করছিল শুভেন। দু'টো দশ। আসে নি এখনো সেই সম্মাট রায়। ফোনটাও 'নট রিচেবল্' শোনাচ্ছে। আরও একবার ফোন করতে যাবে - এইসময় চোখ তুলে দেখল - আসছে লোকটা। পরনে সাদামাটা জামা-প্যান্ট, চোখে চশমা, অতি সাধারণ চেহারা - নামের বা নামডাকের সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই। আনাড়ির মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে রেসোরাঁটা। খেয়ালই করছে না শুভেনকে।

পথ আটকে সামনে গিয়ে দাঁড়াল শুভেন। থতমত খেয়ে ওর দিকে তাকাল সম্মাট, আর একগাল হেসে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে শুভেন বলল - "ওয়েলকাম স্যার। মাইসেল্ফ... মানে আমিই শুভেন - কথা বলেছিলাম আপনার সাথে।" একটু অপ্রস্তুত হেসে ওর হাতটা ধরল সম্মাট, বলল - "আসলে এদিকে তো আসা হয় না, খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আপনার গিন্নি কোথায়? বার্থডে গার্ল?"

মস্ত আর দামী রেসোরাঁর সোফায় বসে থাকা বিদীপ্তা দেখল - কাঁচের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকছে দু'জন মানুষ। এই ঈষৎ অন্ধকারেও দ্বিতীয় মানুষটিকে চিনে নিতে ওর ভুল হল না। সম্মাট রায় - এইমাত্র যার লেখা পড়ছিল ও। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ও। এই ভদ্রলোক এখানে এখন কী করছেন! পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসছিল শুভেন। এখনো ওর বিশ্বাস হচ্ছে না - সত্যিই এসেছেন ভদ্রলোক। বুকের ভিতরটা এখনো কাঁপছিল সম্মাটের। ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না - সত্যিই এক ভদ্রলোক ওকে নিয়ে এসেছেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে - যে তার লেখা বড় ভালবাসে। স্ত্রীকে কতটা ভালবাসলে, কতটা আস্থা থাকলে এমন করে কেউ!

তিনজন অবিশ্বাসী মানুষ হাসিমুখে দাঁড়িয়েছিল পাশাপাশি, এই এতক্ষণে যারা বুঝেছে - বিশ্বাস করলেই যে ঠকতে হয় - এমন কোনও কথা নেই।





SMALL BUSINESS

Startup and Bookkeeping

Choose the correct business entity

- Register your business and complete important paperwork
- Establish bookkeeping and accounting systems
- Review decision-making processes, reporting relationships, roles and responsibilities, reward systems, information systems and organizational culture
- And much, much more!

The burden of bookkeeping, accounting and reporting is frustrating! We'll relieve you of that burden by organizing and systemizing your accounting, we act as your very own accounting department!

Better, more informed decisions.

Your books are the very nuts and bolts of your business - we translate them so that you get what they mean. Understanding your financial situation is the power you need to ensure growth and health. We'll help you get there.

Tax Preparation

Keep the IRS at arms-length.

You don't want to do things on your own – why invite trouble? It's just too easy to overlook credits and deductions, or make a simple mistake! There's just no substitute for an experienced tax professional. We also offer:

- Audit assistance and representation
- Filing of back taxes
- Tax planning & counseling
- Individual and Business Tax preparations

And much more!

We are your one stop shop for small business solutions. In addition to the aforementioned services, we are also able to offer start-up assistance and human resources services. Call us today for more information.

Payroll

Got employees?

It's tough to keep up with the ever-changing payroll laws and taxes. Leave your payroll to us while you grow your business. We'll expertly process your payroll and keep employees happy with timely, accurate paychecks.

- Straightforward, per-employee pricing
- Direct deposit or paper check, taken care of automatically for you.
- Stand-alone service, or combine with our tax and bookkeeping services for cost savings.

Wishing Happiness & Harmony to all!

Kay, Anu, Lynda, and Donna

Call us today for your free initial consultation!



Contact Us

Delta Effects, LLC
6525 Gunpark Drive Suite 320
Boulder, CO 80301

(720)542.8235
info@delta-effects.com

Visit us on the Web:
www.delta-effects.com

TRANSFORMATION UNLEASHED - HOW I GAVE MY LIFE NEW DIRECTION

Sonia Majumdar

At one point in my life, when I weighed 95 kilos, everything seemed difficult - from breathing to doing normal chores. One fine day, I noticed myself in the mirror. I observed I was getting fat. Out in the community, I was being nicknamed fatso and chubby chick. Comments such as “she needs to lose weight” or “she looks like a house” became commonplace. The over-indulgence in junk and oily food led me to this state. I loved eating pizza, burgers, biriyani, french fries etc. The lack of knowledge about a balanced diet kept me away from maintaining my body weight. Taunts by relatives and friends were getting unbearable and depressing, which made me eat more! I wanted to take steps to cure my terrible eating habit. I was breaking inside, I was falling apart mentally and emotionally observing how tight my clothes were getting every time I wore them. When I was invited to parties, I used to look at the slim and fit girls wishing I could have a body like theirs. Attending a wedding ceremony in the company of my parents, I heard lot of family friends telling my Mom that I needed to shed body weight. My self-esteem was lowest low, I was extremely stressed!

Transformation
...going beyond change



In April 2009, I got my act together. Too many bad experiences had happened in my life and that made me say - ENOUGH IS ENOUGH! The taunts, the apathy, the jokes - these hit me so hard, I was hurt. On my birthday that year, I thought instead of throwing a party for the same friends who otherwise cracked jokes on my physical appearance, I would gift myself a membership in the Gym. Determined, I joined a Gym on my birthday and got a body composition report as well as diet counseling. I realized how ignorant I was about how diet can influence one's body. I decided to keep a note of food intake and started maintaining a diary. My heart lifted. My mind started to grasp the fact that my fate had yet to be sealed and that I could still make a difference to my life. I started this journey of weight loss with a lot of patience. I had the confidence and faith in me to stay put in this endeavor. Quitting was never an option. I started with changing my eating habits. I limited myself to eating just fruits and veggies at the parties. To be around people who were eating cake, pizza, chocolates and other indulgent foods was, however, always a challenge. I appointed a fitness trainer, followed his instructions to the T and in the process realized I really need body strength to raise

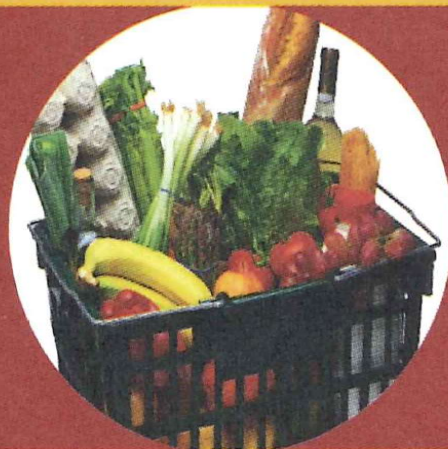
my metabolism and burn fat. Eating healthy foods like chicken, fruits, veggies, juices, eggs, roti, proteins and carbs helped me. I gave up eating sweets and replaced them with dates and raisins to satisfy my sweet tooth. I completely gave up on sodas and started having fresh lime water instead. I cut down on red meat, junk food and rice. There were no short cuts - two hours of intense workout every day. Sundays were cheat days - I could eat whatever I wanted to. Walking, Running and other Cardio workouts coupled with a balanced diet helped me be who I am today. Following a proper routine of workouts and the right food, I lost 37 kilos in a short span of 8 month. I reached this goal by staying honest, committed and focused towards my objective of transforming my life.

I started getting compliments everywhere I went. I started getting modeling offers. Noticing this change in people's attitudes and behavior towards me, my happiness knew no bounds. It feels great today! The sacrifices I have made brought me big rewards. I can wear what I want without any hesitation and that makes me really happy. It has been a life-changing experience. Today my friends and family praise me for the drastic change and transformation I have brought to my life. I feel very positive, confident, happy and content with life.



KRISHNA GROCERIES

Niki Khatri
Vinay Shah
400 W South Boulder Rd, #2800
Lafayette, CO-80026
303-665-8399 (Ph/fax)
303-641-7974 (cell)
<http://www.krishnagrocerys.com>



Business Hours: Tuesday to Sunday 11:00 AM - 8:00 PM

MIXED BAG - FOUR MICRO STORIES

Amit Nag

গল্প এক – সিদ্ধেশ্বরী ষ্টুডিও

বাবার হাতের লেখা ছিল ছাপা অক্ষরের মতো সুন্দর। ক্যালিগ্রাফি নিয়ে অল্পবিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষাও করতো। আমাদের ফোটোর অ্যালবাম অন্যদের থেকে আলাদা। আমাদের বইয়ের মলাটে লেখা নাম দেখতে হতো অন্যদের থেকে অনেক সুন্দর। তখন ফোটো অ্যালবাম এর পাতা গুলো হতো কালো রং-এর, তার ওপরে অর্ধস্বচ্ছ পাতার আবরণ। চারটে কর্নার পিস দিয়ে ছবি আটকানো - এক একটা পাতায় একটা, দুটো বা চারটে সাদা কালো ছবি - সাইজ অনুযায়ী সাজানো। পাতাটার বাকি খালি কালো অংশে বাবা সাদা রং এ তুলি দিয়ে টুকটাক ছবি বা অলংকার ঐঁকে দিতো। ফুল, নৃত্যরত ময়ূর, খেলনা হাতি ঘোড়ার মোটিফ। কখনো বা ফোটোর থিম অনুযায়ী অলংকরণ। পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার ফোটো হলে, সাদা রঙে আঁকতো বরফে ঢাকা পাহাড় চুড়ো, পাইন গাছ, পাথরে ধাক্কা খেয়ে উছলে ওঠা পাহাড়ি বর্ণা, পাকদস্তী দিয়ে চলা ঘোড়া। আর সমুদ্রের ধারে বেড়ানোর ফোটো হলে, সফেন ঢেউ, বালিয়াড়ি, বিনুক, চোঙা টুপী পরা নুলিয়া আর তার নৌকো, স্টার ফিশ, শাঁখ এই সবের ছবি। সে সব অলংকরণ অ্যালবাম এর আকর্ষণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিতো।

নতুন বছরে নতুন বই বাবা সযত্নে মলাট দিয়ে বাঁধিয়ে দিতো। তার ওপরে সাঁটা থাকতো আমাদের নাম, ক্লাস, সেকশন, স্কুল এর নাম এর লেবেল। বাবার নিজের হাতে লেখা। প্রথমে ট্রেসিং পেপারে হাতে লেখা। তার পর ড্রইং এর কপি করার যত্নে এমোনিয়া প্রিন্ট করা। সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং এর ডিজাইন বিভাগে কাজ করতো বলে, এ সবের আ্যকসেস ছিল। ছাপার মতো সেই সব নাম এর লেবেল সহপাঠীরা ঈর্ষার সঙ্গে তাকিয়ে দেখতো। আমরা চাপা গর্ব অনুভব করতাম।

বাবার হাতের লেখার সুনামের পরিচিতি ছিল বন্ধু, আত্মীয়, পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে। তখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি। একদিন বাবার বন্ধু মজুমদার একটা সাইন বোর্ড লেখার অনুরোধ নিয়ে এলো। মজুমদার বাবার থেকে কয়েক বছরের ছোট। বাবাকে দাদা বলে ডাকে। মজুমদার কি করে ছেলের নাম হয় জানতাম না। হয়তো মজুমদার বা ঐ ধরণের কোনো নাম ছিল ওনার। আমরা পুরোটা জানতাম না। সকলে মজুমদার বলেই ডাকতো। উনি একটা ফটোগ্রাফি ষ্টুডিও খুলছেন, ছবি তোলা, প্রিন্টিং এর কাজ হবে। বাবার তো সাইন বোর্ড লেখার অভিজ্ঞতা নেই, তাই রাজি হচ্ছিলো না। মজুমদার নাছোড়বান্দা। বাবা কে লিখতেই হলো। ইয়াবড় কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো টিনের সাইনবোর্ড এলো। তার ওপর হালকা গাইডলাইন টেনে মুক্তাক্ষরে বাবা লিখলেন "সিদ্ধেশ্বরী ষ্টুডিও"। দুপাশে দুটি ফুলের মোটিফ। বাস স্ট্যান্ড আর বাজারের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাবার সময় গর্ব ভরে সেই সাইন বোর্ড এর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। বাবার নিজের হাতে লেখা। ব্যস্ত বাজারের মাঝে অনেক দোকানের অনেক অনেক সাইনবোর্ড এর মধ্যে স্বমহিমায় বিরাজমান। বাড়িতে বেড়াতে আসা আত্মীয়দের বিকেলে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আত্মতৃপ্তি পেতাম। বহুদিন অবধি সেই সাইনবোর্ড মজুমদার দোকানের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

কত যুগ কেটে গেছে। বাবা এখন টলমল করে হাঁটে, চেনা মানুষদের নাম মনে করতে না পারে, আমার সৌখিন বাবা ঘোলাটে চোখে তাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সেদিন বাজারের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে চোখে পড়লো সিদ্ধেশ্বরী স্টুডিও। ডেস্কে এখনো বসে মজুমদার। বুড়ো হয়েছেন, আরো রোগা হয়েছেন। আশির ওপরে বয়েস। তবুও সক্ষম এক জন মানুষ। এখনো ষ্টুডিও তে বসছেন। বাবার সমসাময়িক বেশির ভাগ মানুষই গত হয়েছেন। মজুমদাকে দেখে ভালো লাগলো। একটা যুগের শেষ কয়েকজন প্রতিনিধির একজন। সাইন বোর্ড

বদল হয়ে গেছে বহুদিন আগেই। এখন আর কেউ হাতে সাইনবোর্ড লেখে না। ফ্লেক্স এসেছে, কম্পিউটারে গ্রাফিক্স টেক্সট এ সব কম্পোজ করা হয়, স্ক্রিন প্রিন্টিং করা হয়। মজুদার দোকানেও নতুন যুগের নতুন সাইন বোর্ড বাবার লেখা সাইন বোর্ড এর জায়গা নিয়েছে। যাক তাতে দুঃখ নেই। মজুদাকে দেখে ভালো লাগে। সুস্থ আছেন, এর থেকে বেশি আর কি বা চাওয়ার থাকতে পারে।

ফেরার পথে বাস স্ট্যান্ড এর পাশে বাজারের ভিতরটা ঘুরে আসি। বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। ছাউনি ঢাকা মেইন অংশে বড় মাপের সবজি আলু পটল পেঁয়াজ এর ব্যবসায়ীরা বসে। এক ধারে মাছের বাজার। বড়ো মাছওয়ালার উঁচু বেদির ওপরে বসে, ছোট মাছওয়ালার মাটিতে বসে। সব দেশে, সমাজ এর সব বিভাগেই ক্লাস ডিফারেন্স, জাতপাত, মেইন স্ট্রিম-মার্জিনাল স্ট্রিম, উচ্চঘর কংস রাজার বংশধর আর চাঁড়াল, হাই ক্লাস আর সাবঅল্টার্ন এই সব শ্রেণী বিভাগ আছে। বাজার তার ব্যতিক্রম নয়। মেইন বাজার ছেড়ে তাই পেছনের গলি দিয়ে বেরুনোর রাস্তা দিকে এগিয়ে যাই। বড় বাজারীরা এখানে নেই। দূর থেকে আসা বুড়ি কয়েকজন দু একটা জিনিস নিয়ে বসে। মূল বাজারে বসার অধিকার বা সঙ্গতি কোনোটাই এদের নেই। এক জন বিধবা বুড়ি মানুষ এর সামনে রাখা কিছু ডুমুর, কয়েকটা দিশি কচু, আমড়া, কামরাঙ্গা, বকফুল। অনেক দিন পরে জিনিসগুলো দেখলাম। আমার চেহারা বাজার করতে আসা লোকের মতো নয়। আমার জিন্স এর ওপরে টি শার্ট এর রং আর সবার থেকে আলাদা। আমার পায়ে কিন (Keen) এর জুতো আর কারো সাথে মেলে না। দোকানিরা বেশির ভাগ তাই আমার কি চাই জিজ্ঞেস করতে আগ্রহ বোধ করে নি। বুড়ি কিন্তু প্রশ্ন করে - "কি খুঁজছে গো, কি নাগবে?" হয়তো শিষ্টাচার অথবা সত্যি সত্যি সাহায্য করতে চায়। দুটো শাকের মধ্যে কলমি শাক চিনতে পেরেছি। অন্যটা চেনা চেনা লাগছে কিন্তু নাম মনে নেই। জিজ্ঞাসা করতে বলে "হিঞ্জে" সব কিছু চুটিয়ে কিনতে ইচ্ছে করছে। বাজারের ব্যাগ ভরে এই ডুমুর, কচু, আমড়া, কামরাঙ্গা, বকফুল, হিঞ্জে সব কিছু। মনে মনে বুড়ি কে বলি, কিন্তু এ সব রান্না করবে আমার চেনা এমন লোক তো আর একজন ও বেঁচে নেই যে। তা ছাড়া বাড়িতে ভাইপো ভাইঝিরা আশা করে বসে আছে আমি তাদের জন্য পিৎজা, পাস্তা, নুডলস, পেস্ট্রি, বা বিরিয়ানি কিনে বাড়ি ফিরবো। ডুমুর বা হিঞ্জে শাক দেখলে তারা আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে। আমার পায়ে কিন (Keen) এর জুতো। বুড়ির কাছ থেকে বকফুল বা কামরাঙ্গা কেনার উপায় আর আমার নেই। তবু ভালো লাগে দেখে এখনো কেউ কেউ এসব জিনিস নিয়ে বসে সেইখানটায় - যেখানে বাজার শেষ হয়ে গিয়ে বাইরে বেরোনোর গলি শুরু হয়েছে। এখনো কেউ কেউ সে সব কেনে দূর গ্রাম থেকে আসা এই সব বুড়িদের থেকে। আর মজুদারা, এই বয়সেও, এই ডিজিটাল যুগেও ফোটা তোলার খদ্দেরের আশায় রোজ সিদ্ধেশ্বরী স্টুডিও তে এসে বসে। নাই বা রইলো সেই দোকানে আমার বাবার লেখা প্রথম সাইন বোর্ড।



গল্প দুই - বাবার বাড়ি

বেশ কিছুক্ষণ হলো প্লেনটা আকাশে উড়ছে। অথচ ছেলেটা এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। পাশাপাশি সিট আমাদের। শিকাগো থেকে আবুধাবিও তেমন কিছু ছোট জার্নি নয়। ঘন্টা বারো তেরো তো লাগবেই। এতোক্ষণ সহযাত্রীর সাথে কথা না বলে স্থানুর মতো বসে থাকা বড়ো সোজা কথা নয়। ছেলেটা বয়েসে অনেক ছোট। একেবারে বাচ্চা ছেলে। চেহারা দেখে মেরেকেটে ছয় বা সাড়ে ছয় বছর হবে বলে মনে হয়। কালো, একমাথা কোঁকড়া চুল, আফ্রিকান আমেরিকান গড়ন, বাকঝাকে উজ্জ্বল দুটো চোখ। প্লেন ছাড়ার সময় শ্যাপারোন ওকে সিট এ পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে। ফ্লাইট এটেন্ডেন্টরা মাঝে মাঝেই খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে ওর কিছু লাগবে কি না। ছেলেটাও এর মধ্যে দিব্বি জুস, ড্রিংক চেয়ে খেয়েছে বার কয়েক, যদিও আমাদের কপালে কিছুই জোটে নি এখনো অবধি। ছোট হলেও বেশ সপ্রতিভ ছেলে। এই বয়েসে একা একা, আমরা বাড়ি থেকে স্কুলে অবধিও যেতে পারতাম না। সাগর পেরিয়ে দেশান্তরে যাওয়া তো দূর অস্ত। এ ছেলের সাথে কথা না হবার কোনো কারণ থাকার কথা নয়। তবে হয়তো ওর বাড়ির লোক রাস্তায় অজানা লোকের সঙ্গে কথা না বলতে বারণ করে দিয়েছে। তাই এক মনে আই-প্যাড এ গেম খেলে চলেছে। তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। শানিত তরবারির টক্করের শব্দ ভেসে আসছে অবিরত - চিং, ক্লিং, ক্ল্যাঙ। আর মাঝে মাঝে জানলার ব্লাইন্ড উঠিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ধরে কি যেন দেখছে।

প্লেন এর মধ্যে একটা ব্যস্ততা শুরু হয় এবার, আলো জ্বালিয়ে, ট্রলী নিয়ে খাবার দেওয়া শুরু হচ্ছে। আমাদের সিট আমাদের সেকশন এর ফার্স্ট রো। ফোল্ড করা খাবার টেবিল হাতলের খাঁজে লুকোনো। আমি টেবিল খুলে ফেলেছি। ছেলেটা খানিক চেষ্টা করে খুলতে না পেরে উসখুস করছে। এবার মৌনতা ভেঙে বলে, "ক্যান ইউ হেল্প মি।" টেবিল খুলে দেওয়ায় বলে, "থ্যাংক ইউ।" জড়তা ভাঙতে বিদিত কথাটাই আবার জিজ্ঞেস করি, "আর ইউ ট্রাভেলিং অ্যালোন।" ছোট উত্তর দেয়, "হ্যাঁ।" কোথায় যাচ্ছ প্রশ্নের উত্তরে বলে আবুধাবি, ওর বাবার কাছে। বলি তুমি কি আবুধাবি তে থাকো, ততক্ষনে জড়তা কেটে গেছে খানিকটা। খেতে খেতে বলে, না আমি শিকাগো তে থাকি মা এর সাথে, আবুধাবি তে বাবার কাছে বেড়াতে যাচ্ছি।

মানুষের মন, এক কল্পনার ঝাঁক উড়ে এসে বসে মাথার মধ্যে। কেমন বাড়ি তে বেড়ে উঠছে ছেলেটা। হয়তো মা বাবা ডিভোর্সড। মা একাএকা মানুষ করছে ছেলেকে। সারা দিন কাজের পরে সন্ধ্যা বেলা দেখা হয় ছেলের সাথে। সারা দিনে একা একা, স্কুলে বা চাইল্ড কেয়ারে সময় কাটিয়ে ছেলেটিও বাড়ি ফেরে সেই সন্ধ্যাবেলায়। বিচ্ছেদের পর বাবা চেয়েছে ওর মার থেকে যত দূরে সম্ভব থাকা যায় তার। হয়তো তাই আবুধাবিতে থাকে চাকরি বা ব্যবসা সূত্রে। মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় ছেলেকে ডেকে নিয়ে আসে নিজের কাছে। হয়তো এমনি সব কিছু অথবা হয়তো আমি যা ভাবছি তেমন কিছুই নয়।

আমার ভাবনায় ওর কিছু যাই আসে না। অনেক কথা বলে চলে এবার গড়গড়িয়ে। ও আর ওর এক বন্ধু নাকি এই তরোয়াল যুদ্ধ সবার থেকে ভালো খেলতে পারে, ওদের পয়েন্ট এর রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারে না। আবুধাবি তে ওর বাবার বিরাট বাড়ি। সেখানে ভারী মজা, ও বাবার সঙ্গে সারাদিন ফুটবল খেলে, ভিডিও গেম খেলে, খায় দায়, ঘুমোয় আর মজা করে বেড়ায়। আমার সাথে গল্প করতে করতে মাঝে মাঝেই জানলা খুলে দেখে আর প্রশ্ন করে আর ওই দেয়ার ইয়েট, আমরা কি আবুধাবিতে এসে গেছি। বাবার সঙ্গে দেখা করার খুব তাড়া ওর। অথচ আবুধাবি তো আর সামান্য পথ নয়। অতশত বোঝে না সে। কেবল প্রশ্ন করে চলে, আমরা কি আবুধাবিতে এসে গেছি।

তবুও সুদীর্ঘ পথ শেষ হয় এক সময়। প্লেন ল্যান্ড করে আবুধাবিতে। যাত্রীরা উঠে দাঁড়িয়ে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ও অপেক্ষা করছে শ্যাপারোন এর জন্য। এতোক্ষণেও নামটা জানা হয় নি ওর। জিজ্ঞাসা করি, কি নাম তোমার। ও বলে ইয়াসিন। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালো লাগলো ইয়াসিন। ইয়াসিন ওর বাবার বাড়িতে যাচ্ছে। আমিও আমার বাবার সংগে দেখা করতে যাচ্ছি। আমার বাবা আর তোমার বাবার মতো শক্ত সমর্থ নেই ইয়াসিন। তোমার বাবার মতো আর আমার সঙ্গে খেলতে পারে না আর। অথচ এক সময় কত খেলাই না খেলেছে আমাদের ভাই বোনেদের সঙ্গে। তোমার বাবার মতো প্রাসাদসম বড় বাড়িও নেই আমার বাবার। তবুও আমাদের মধ্যে কি আশ্চর্য মিল ইয়াসিন। আমরা দু জনেই আমাদের বাবার বাড়ি যাচ্ছি, আমাদের বাবার সঙ্গে দেখা করতে। হ্যাভ এ গুড টাইম ইয়াসিন। এন্ড আই উইল হ্যাভ ইট টু।



Story Three – The Young Lady and the Other Nag

Few years back, I was returning from India. It was a Lufthansa flight from Madras that would take me to their hub in Frankfurt from where I would change flight for Denver. Besides the German airhostesses, there were a few Indian airhostesses of which a particular young lady got my attention for a very specific reason. She was smart, pretty and handling her job with a smile and professionalism.

It took the plane probably ten hours to land at Frankfurt. As the plane was parked at the gate I grabbed my carry-on bag and joined the queue with other passengers for de-boarding. Next to me, was the same Indian stewardess standing on the side of the aisle, ready to offer the final parting greetings to the passengers. The queue had not moved an inch yet. She looked at me and smiled. For a long time my inquisitive mind was dying to ask her a question. I was not sure if it was the right moment to ask it.

Realizing we would never have our paths crossing again, I gathered courage, and said to her, “If you don’t mind can I ask you a question? I have been noticing you for some time for a particular reason. Are you a Bengali by any chance? I noticed your last name on the name tag is Bhuinya. It is a typical Bengali last name.” Her smile broadened this time beyond the standard professional limit she was trained for. She said, “Yes, I am a Bengali but from Bombay. Where are you going? Denver?” I nodded. She might have seen my second boarding pass that I was holding for the Frankfurt-Denver leg of my journey. Suddenly she asked me if I was a Nag. Hearing my affirmative response she told me that her boyfriend whom she was about to marry soon was also a Nag. I was delighted at the coincidence and asked her if she could speak Bengali.

“You made the right choice,” I told her in Bengali. “After all, you are seeing me; a hearty happy human being and I expect the other Nag to be a good person too.”

She burst into laughter and said, “Yah, he is a very cute person.” She told me how his father had come from Bardhaman, a small town near Calcutta and settled in Bombay with his family.

The time has changed. Our fathers’ generation of Bengalis adventured to leave their small towns for larger Indian metropolis such as Bombay or Delhi in search of a better life. We, the next generation Bengalis are moving outside the sub-continent to Europe and Americas. Bengalis are no longer sentimentally attached to the home towns they grow up with and are taking the big leaps.

The line started moving again. She smiled and said to me, “Have a safe trip home.” I smiled back and said to her, “Have a pleasant and happy journey with the other Nag.”



Story Four – Growing Up

Excerpt from a conversation with my ten years son four years back:

Me: You seem sad. You are not talking. You did not greet me when I came back home. During soccer practice, you preferred staying alone, away from the team mates. Is something bothering you?

Son: I saw Leo for the last time today.

Me: Leo, your best friend who is moving to Washington?

Son: Yes!

Me: Tell me, what did the two of you do today.

Son: I went to Leo's house in the afternoon. We talked sitting on the empty floor. There was not a single piece of furniture hanging around. Those were all taken away by the mover truck. I never saw their house so empty. It was a weird feeling. Daddy, did you ever experience a friend moving when you were growing up?

Me: I probably did once in my childhood days but you know, families and friends moving away were not that common those days. It seems to happen all the time these days. You need to be strong and deal with it.

Son: Leo walked me home. I stood on a piece of rock in our front lawn and watched him walking back all the way until he disappeared at the turn of the road.

Me: Did he turn back before you could not see him anymore?

Son: Yes he did. He turned and waved at me for the last time before disappearing.

At that time, we couldn't find anything more to talk about. We embraced each other and stood silent for a few moments.



TRANSCENDENTALISM IN MODERN SOCIETY

Kritika Krori

Transcendentalism is a philosophy of living where an individual lives by his or her own terms without the control of the government. Transcendentalists believe that everyone deserves equal opportunities, and should be able to achieve high standards, regardless of social status. In the nonfiction novel, *Into the Wild*, this philosophy is put to the test in the form of a man named Chris McCandless. He decides to donate all of his money, burn the cash in his wallet and disappear for a while. He lives with only the clothes on his back and the very few possessions he brought with him. The simple idea of transcendentalism worked well for him but will not work for a society. A society needs some sort of order to provide discipline to those who disobey the rules. Also, the advancement of technology helps a society and transcendentalists believe technology is a distraction. Another thing is that not everyone will be able to consider other people the “same” as them. Some people consider this idea to be very bogus. Transcendentalism will work for an individual but will not function in a society, because a society needs order, technology, and a distinguishment of people

As mentioned above, a society needs order and discipline. A society needs these important components to ensure the safety of the citizens and to avoid putting them in danger. The brash words of Mr. McCandless on this matter are “How I feed myself is none of the government’s business. !@#* their stupid rules” (Krakauer 6). If the members of a society act on these words then it will make everyone else wary of their survival in the real world. According to one of most famous Hong Kong martial artists, Bruce Lee, “obey the principles, without being bound by them” (Lessons Learned from Bruce Lee). His words of wisdom show that following the rules are for the benefit of the people and protect them from harm.

The advancement of technology is upon the human race. Technology has helped make things easier and keep a flow of communication. However, transcendentalists do not want the member of society to have access to technology. They believe that it disgraces their simple way of living. In a candid postcard to Ron, Chris McCandless stated “I don’t want to know what time it is. I don’t want to know what day it is or who I am. None of that matters” (Krakauer 56). Nowadays, knowing the date and time does matter in the acts of documenting specific events and arriving on time at school or work. An interview between *Orion* magazine writer, Andrew Lawler, and *Wired* magazine creator, Kevin Kelly discuss this topic in full-depth. Kelly tenaciously says, “The internet is a ‘miracle and a gift that allows humans to create in radically new ways” (Tending to the Garden of Technology). Without the tremendous advancement of smartphones, computers, and tablets a society is unable to communicate as quick as possible. They cannot grab information as quickly without these items.

Transcendentalists put everyone on the same platform and treat them the same way. They don’t believe in any social classes. Chris McCandless proves this by refusing “a new car his parents gave him as a graduation present and furnishing his room” (Krakauer 22). This can become a problem for society because not everyone can consider themselves and others equal. There will always be something that will make someone better than the other. Edgar Allan Poe was an anti-transcendentalist and he supports the idea of inequality in a society by saying “The boundaries which

divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where one ends, the other one begins?' (The Premature Burial).

In conclusion, the simple philosophy of transcendentalism will not function in a society. A society needs rules to keep everyone safe and sound, and to avoid repeating horrific events of the past. A society also needs technology to quickly communicate any messages that need to be addressed to the public. If they know in advance, then they can make time to be prepared for it. The distinguishment of people is needed in a society because not everyone can treat each other the same and they all have different ways to live. They all have different ways to fight their own daily battles. Without rules, technology, and social classes, a modern society is unable to thrive on its own.

Works Cited

Krakauer, Jon. *Into the Wild*. New York: Anchor, 1997. Print.

Lawler, Andrew. "Tending the Garden of Technology." *Orion Magazine*. N.p., n.d. Web. 11 May 2016.

"Lessons Learned from Bruce Lee." *Sources of Insight*. N.p., n.d. Web. 11 May 2016.

Poe, Edgar Allan. "The Premature Burial." *The Literature Network*. N.p., n.d. Web. 11 May 2016.



ভয়

তীর্থ চৌধুরী

কাল মহালয়া । দেবীপক্ষের শুরু ।

সঞ্জয় আর পাঁচটা প্রবাসী বাঙালীর মতই কলকাতার দুর্গাপূজো দেখা থেকে চিরকাল বঞ্চিত । ছোটবেলা থেকেই মা বাবার কাছে গল্প শোনা, কিন্তু স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য কখনও ওর হয়নি । সঞ্জয়ের বাবা ওর জন্মের পূর্বেই রাঁচিতে আসেন কোল মাইন্সের কাজ নিয়ে । সেই থেকেই ওদের রাঁচিতে থাকা । কলকাতায় আত্মীয়-স্বজন সেরকম বিশেষ না থাকায়, ওদের কখনও খুব একটা কলকাতায় আসা হয়নি পূজোর সময় । ছোটবেলা থেকেই মা এর কাছে গল্প শুনে সঞ্জয় যেন দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছে । তাই 'টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া' র চাকরিটা যখন ওর হাতে এল, এই সুযোগটা সঞ্জয় আর ছাড়তে পারেনি । সবে পাঁচ দিন হল ও কলকাতায় এসেছে, আর কি কপাল, তাও একদম পূজোর মরসুমেই ।



এসব তো খুব ভালো কথা, কিন্তু সঞ্জয় আজ যখন জানলার ধারে বসে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে, ওর মাথায় কিন্তু অন্য কিছু ঘুরছে । পূজোর আনন্দ যেন কোথায় হারিয়ে গেছে । মুখে যেন এক অদ্ভুত অশান্তির ছায়া । কাউকে সঞ্জয় বলতে পারছে না ওর উদ্বিগ্ন মনের কথা । এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শুধু রাস্তার দিকে । আজ চারদিন হল ও কলকাতার অফিসে চাকরি করছে । কিন্তু কিছু একটা কথা ওর মনের মধ্যে একটা সংশয়ের সৃষ্টি করেছে ।

বালিশের তলায় ফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বেজে চলেছে । সঞ্জয় যেন শুনতে পেয়েও শুনছে না । কানে আওয়াজ পৌঁছল কিন্তু তাতেও মন দিল না । কিছুক্ষণ পর ওর মনে হল বোধহয় ওর মা ফোন করছেন । বালিশের তলা থেকে ফোনটা নিয়ে জানলার পাশে দাঁড়াল সঞ্জয় । মোবাইলের দিকে তাকাতেই নজরে পড়ল ওর মা সাতবার কল করেছেন গত এক ঘন্টার মধ্যে । ছেলের জন্যে স্বাভাবিক ভাবেই উনি চিন্তিত, কখনও ছেলেকে ছেড়ে বাড়িতে থাকেননি তো ।

কিছুক্ষণ থমকে থেকে মাকে কল করল সঞ্জয় ।

"হ্যালো মা!"

"কি রে তোকে কখন থেকে ফোন করছি, কোথায় ছিলি? একবারও ফোন তুলছিলি না কেন?"

"হুঁ"

"আমার কত চিন্তা হয় জানিস তো? একবার ফোন তুলে বললেই পারিস যে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়েছিস! "

"হুঁ"

"তুই বল । তোর তো বয়স কম হল না, একটু তো কান্ডজ্ঞান থাকা উচিত"

"হুঁ"

"এই! হুঁ হুঁ কি লাগিয়েছিস বলত? কিছু বলবি তো?"

"বলো শুনছি!"

“শুনছি মানে? কালকে মহালয়া । মোবাইলে অ্যালার্ম লাগিয়েছিস? আজকাল তো আর কেউ রেডিও চালায় না, শুনেছি নাকি সিডি, ডিভিডি অনেক কিছু বেরিয়েছে । আর তোদের ওটাকে কি যেন বলে? ওই যে যেখানে সব গান শোনা যায় ল্যাপটপে? সেখানেও নাকি শোনা যায় আজকাল । শুনিস, ভালো লাগবে । দেবী আসছেন রে কাল! দুগ্গা দুগ্গা!”

“ঠিক আছে । শুনব । কখন অ্যালার্ম দেব?”

“কখন আবার কি? প্রতি বছর তো তুই লাগিয়ে দিস আমাদের জন্যে । চারটের সময় রে । এখন তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পর । আর রাত করিস না।”

“আচ্ছা মা? দেবীপক্ষ শুরু হলে কি আমাদের সব সমস্যা, সব চিন্তা দূর হয়ে যায়?”

“সমস্যা? কি ব্যাপার বলত? তোর গলা শুনে আমার কিন্তু কেমন লাগছে! ঠিক আছিস তো? আমার কাছ থেকে কিছু লুকোচ্ছিস না? আমি বলছিলাম কতবার! পুজোটা কাটিয়ে যা । তারপর কত করে বললাম একটা হোটেলে গিয়ে উঠিস! গিয়ে উঠলি একটা বন্ধুর বাড়ি।”

“কিছু হয়নি । চিন্তা কর না ।”

“হ্যাঁ রে শোন? বাড়িটা কেমন রে? তুই একাই আছিস এখনও? কোন লোকজন নেই? তোর বন্ধুটা গেল কই?”

...

...

“হ্যালো! শুনছিস? কি রে?”

পাশের ঘর থেকে একটা আওয়াজ সঞ্জয়ের চেহারা বদলে দিল । মুখের আদল আবার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ঠিক সেই আওয়াজ, ঘড়িতে চোখ পড়ল সঞ্জয়ের। রাত দশটা । ঠিক সেই সময় ।

পাশের ঘরে কেউ নেই । এই বাড়িতে সঞ্জয় একাই থাকে । ওর বন্ধু ওকে কলকাতায় আসার আগে বলেছিল যে এই বাড়িতে সঞ্জয় ওর সঙ্গে থাকতে পারে । বন্ধু মানে ঋজু । ঋজু ওর ছোটবেলার বন্ধু । সঞ্জয়ের মা ওকে না চিনলেও, স্কুলে ওরা দুজনেই বহুদিন একসঙ্গে পড়াশোনা করেছে । তবে ঋজু তিন বছর আগেই কলকাতা চলে আসে চাকরি নিয়ে । কিন্তু এবার যখন সঞ্জয় কলকাতা এল, ঋজুর কোন খোঁজ ও পায়নি । বাড়ির ঠিকানা ওর কাছে ছিল । ঋজু বাড়ির চাবিটা প্রতিবেশীর কাছে দিয়ে গেছিল, বলে গেছিল যে কিছুদিন বাদেই ও ফিরে আসবে । কাজে বেরোচ্ছে । আজ প্রায় চার দিন হয়ে গেল, কিন্তু ওর কোন খবর নেই।

তবে ওই আওয়াজটা? ঠিক যেন কোন মানুষের গলার স্বর । এক আকুল কণ্ঠস্বর । যেন কিছু চাইছে । যেন খুব কষ্ট পাচ্ছে কেউ । আজ দুদিন হল সঞ্জয় ওই গলার স্বর ঠিক একই সময় শুনতে পাচ্ছে । গতকাল ও সাহস করে, ঘরে ঢুকেছিল । গিয়ে দেখে ওখানে কেউ নেই। আর আওয়াজটাও কিছুক্ষণ বাদে থেমে যায় । আজ আবার ফিরে এল সেই আওয়াজ!

সঞ্জয় ভাবল আর তো কিছু মুহূর্ত বাদেই মহালয়া । মা তো বলেছেই দেবী পক্ষের শুরুতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, সব দুঃখ কষ্ট মিটে যায় । ভাবতে ভাবতেই সঞ্জয়ের চোখ পড়ল ফোনের ওপর । মায়ের ফোন আসছে আবার । সঞ্জয় কেটে দিল ফোন । আর ভালো লাগছে না সঞ্জয়ের । আওয়াজটা তো এমনভাবেও কিছুক্ষণ বাদে থেমে যাবে । তার পরে কথা বললেই হল ।

কিন্তু আজ যেন অন্য কিছু অপেক্ষা করছিল সঞ্জয়ের জন্যে । সেই আত্মস্বর যখন থামল, এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল । হঠাৎ সঞ্জয় লক্ষ করল বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে । কেউ যেন এখনি সেই আলো জ্বালালো । দরজার তলা দিয়ে সঞ্জয় পরিষ্কার আলো দেখতে পাচ্ছে । ঘরে তো কেউ নেই । তাহলে? কোন চোর কি?

ভয়ে সঞ্জয়ের গলা শুকিয়ে এল। ঘড়িতে এখন এগারোটা। কোন আওয়াজ নেই, শুধু আলো জ্বলছে। ভয়ে সঞ্জয় বিছানার একটা কোনে গিয়ে বসে রইল। ভাবল মাকে একটা ফোন করবে। ফোনটা হাতে নিতেই সঞ্জয় দেখল কোন সিগনাল নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই তো ও কথা বলল ওর মায়ের সঙ্গে।

সঞ্জয় প্রায় টানা দশ থেকে পনের মিনিট সেই দরজার দিকে নীচে তাকিয়ে ছিল। এক মুহূর্তের জন্যেও ও চোখ সরায়নি সেখান থেকে। মনে মনে ওপেক্ষা করছিল কখন এই রাত শেষ হবে। কখন মহালয়া হবে ভোরের সঙ্গে। এক হাতে ওর ফোন, আর অন্য হাতে নিজের ওয়ালেট, যেটাতে ওর মায়ের ছবি আছে।

দেখতে দেখতে সময়ের ঘড়ি এগিয়ে চলল। রাত এখন বারোটা। সঞ্জয়ের নজর কিন্তু এখনও সেই দরজার দিকে। এইবার যা ঘটল তা সঞ্জয় জীবনেও ভাবতে পারেনি। দরজার ঠিক সামনে কারোর পায়ের ছায়া দেখতে পেল ও। ঘামে সঞ্জয়ের জামা ভিজে গেছে ইতিমধ্যে, গলা শুকিয়ে এসছে ওর। ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে গেল। আর দরজার মধ্যস্থান দিয়ে বেরিয়ে এল একটা হাত।

একটা নরকঙ্কালের হাত। সে কী বীভৎস দৃশ্য! চিৎকার করে উঠল সঞ্জয়।

“মা গো বাঁচাও! কে ওখানে!!!”

ভয়ে সঞ্জয়ের মাথা ঘুরে গেল। ধীরে ধীরে ও নেতিয়ে পড়ল বিছানায়। পলকের মধ্যে জ্ঞান হারালো সঞ্জয়।



ভোর তখন চারটে। পাশের বাড়িতে কেউ বোধহয় উঠে রেডিও চালিয়েছে। শোনা যাচ্ছে বীরেন্দ্র কৃষ্ণের স্তোত্রপাঠ। এই আওয়াজেই সঞ্জয়ের জ্ঞান ফিরে এল। অন্ধকার থেকে হঠাৎ যেন আলোর সন্ধান খুঁজে পেল সঞ্জয়। সঞ্জয়ের মুখে হাসি। মহালয়া হয়ে গিয়েছে। দেবী এসে গেছেন। এখন আর কোন ভয় নেই। শুয়ে শুয়ে রেডিওর গান শুনতে লাগল সঞ্জয়।

হঠাৎ কি মনে হল, ওর চোখ পড়ল দরজার দিকে। দরজাটা এখনও হাট করে খোলা। বাইরের ঘরে এখনও আলো জ্বলছে।

বিছানা ছেড়ে সঞ্জয় উঠে বসল। ভাবল এখন তো পূজো শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন আর কি ভয়? তাড়াতাড়ি নিজেকে শক্ত করে ও এগিয়ে গেল দরজার দিকে। আজকে ও এই রহস্য সমাধান করবেই।

বাইরে ঘরে যেতেই ওর চোখ পড়ল সোফার দিকে। দেখল একটা ওর বয়সি ছেলে বসে রয়েছে মাথা নীচু করে।

ডিম ল্যাম্পের আলোয় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ছেলেটা ওর দিকে এবার মুখ তুলে চাইল।

“এ কি তুই? ঋজু! তুই কখন এসেছিস? সে কি রে, তুই সারা রাত কি এই সোফাতেই শুয়েছিলি নাকি? আমি কাল সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। কাল কি তুই বাড়ি ঢুকেছিলি রাতে? কি কান্ড!!! আমি তো একেবারে ভয়ে শুকিয়ে গেছিলাম রে!”

“ও তাই?”

“তুই ডাকবি তো আমাকে, ফালতু আমি এতো ভয় পেলাম!” হেসে বলল সঞ্জয়। “চল এবার ভেতরে চল, একটা সিগারেট খাই। কাল সারা রাত যা কেটেছে কি বলব তোকে”

“না তুই এখানেই বস, ভেতরে আর যেতে হবে না”

“ভেতরে যেতে হবে না মানে? চল রে, আরাম করে বিছানায় বসে মহলয়া শুনব। তাড়াতাড়ি চল।”

“সঞ্জু আমার কথা শোন, ভেতরে যাস না”, শান্ত গলায় উত্তর দিল ঋজু

সঞ্জয়ের ঠিক ভালো ঠেকল না ঋজুর কথা। ঋজু ওকে কেন ভেতরে যেতে মানা করছে? আর ও এত ধীরে ধীরে কেন কথা বলছে? আর ভেতরে এমন কি আছে যে সঞ্জয়ের সেখানে যাওয়া বারণ?

কিছু তোয়াক্কা না করেই সঞ্জয় এবার ওর শোয়ার ঘরের ভিতরে ঢুকে এল।

ভেতরে ঢুকে সঞ্জয় যা দেখল, তাতে ওর সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল। চিৎকার করে উঠল সঞ্জয়। মাটিতে বসে পড়ল ও। পিছন থেকে ঋজু এসে ওর কাঁধে হাত রাখল।

সামনে বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে একটা লাশ। সেটা সঞ্জয় নিজেই। নিশ্চয়ই হয়ে রয়েছে পুরো শরীর। লাশের এক হাতে ওয়ালেট আর অন্য হাতে মোবাইল ফোন। ফোনে প্রচুর মিসড কল। সঞ্জয়ের মায়ের।

পিছন থেকে ঋজু বলে উঠল, “আজ দুদিন আগে বাইপাসের রাস্তায় আমার একটা ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্ট হয় রে। আমি সেখানেই প্রাণ হারাই। প্রায় দুঘণ্টা আমি রাস্তার ওপর পড়ে ছিলাম, কিন্তু কেউ সাহায্য করল না। শেষ সময়ে ভীষণ কষ্ট পেয়েছি রে আমি। অনেকবার কেঁদেছি রাস্তায় শুয়ে রক্তাক্ত অবস্থায়। তবুও কেউ এল না। তিন দিন ধরে আমায় ওরা একটা মর্গে ফেলে রেখেছে। ভাবলাম কিছু ভাবে তোকে যদি বোঝাতে পারি আমার মৃত্যুর কথা তাহলে যদি একটু আমার বাড়িতে খবর দিস। আমার বাড়িতে এখনও কেউ জানেনা। তাই কাল রাতে আমি একবার বাড়ি এসেছিলাম। কিন্তু আমি ভাবিনি তোর সঙ্গে এরকম হবে। আমি সারা রাত তাই সোফাতেই অপেক্ষা করেছি। আমায় ক্ষমা করে দিস তুই সঞ্জু!”

সঞ্জয়ের চোখে জল। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ব্যাথায় ওর বুক ফেটে যাচ্ছে! ভাবল কাল রাতে যদি একবার ও মায়ের ফোনটা তুলে নিত!

বাইরে এদিকে ভোর হয়ে গিয়েছে। পিছনে গান শোনা যাচ্ছে, “জাগো, তুমি জাগো!”



For All your Real Estate Needs
A Realtor you can **Trust!!!**

- **Honesty in Transactions**
- **Negotiation is my Specialty**
- **List your home for as low as 1%***
- **Bank Owned, HUD Homes, Short Sales, Foreclosures, Investment**

Attn: **New Home Buyers**
Call me for a **Very Special Incentive***

<http://www.donthula.com>



**SREEDHAR
DONTHULA**

Realtor, Broker Associate

(303)903-5211

sdonthula@gmail.com



HOMESMART.
REALTY GROUP

HIDE AND SEEK STORIES

Roshmi Bhaumik

Story 1: Retold from “Life and teachings of Sri Anandamayi Ma”

by Dr Alexander Lipski

A rich merchant decided to embark on a trip to further his business. On his way by train, he met with a man who looked like a merchant too. He appeared to be very friendly with him. Through their conversation, he found that the man was travelling to the same city. The fellow traveler suggested to the rich merchant that it would be great if they shared a room to save on expenses. The generous merchant agreed.

They found a suitable inn to spend the nights. Every morning before leaving for his business work, the merchant counted his money openly and put it in his pocket. The other man looked greedily at the money. Actually he was not a merchant. He was a thief in disguise. The thief's goal was to rob the merchant.

At night after the merchant slept, the thief searched every inch of the room for the money but could not find it. After several days of futile attempts, the thief confessed to the merchant his true identity and goal, begging him to reveal where he hid the money so successfully. The merchant replied casually: 'I knew what you were up to. So every night, I put the money under your pillow, knowing that you would never look there.'

Story 2:” Nothing more than Feelings”

"Of all the relationships, friendships are created from our own choice," observed a friend. Nowadays, we have Facebook "friends" too. The posts are more visible when your friends like them. When my cousin's sister liked her friend's posting, I saw it too. He had posted a picture of Irfan Khan (the main actor in the movie Life of Pi) and Aishwariya Rai (an actress and former Miss World). There was a line on top of the picture. It said: "That Awesome Dialogue". Aishwariya was wearing a formal pant suit, smiling sweetly at Irfan. Irfan was wearing a dark Pathan suit, looking straight ahead. He had a faraway look on his face. Below the picture was a dialogue in Hindi: "Woh Mohabbat Thi Issi Liye Jaane Diya. Agar Zid Hoti To Bahon Mein Hoti." She was my love that is why I let her go. If it was an obsession, then she would be in my arms.

The words touched my heart. Love is perhaps the most generous human feeling. I immediately clicked the "Share" button. There was another line, hiding at the very bottom of the picture that I completely missed even as the post appeared on my timeline. In a few minutes, my school friend posted a comment on it. "Which movie is this dialogue from?" she asked. Honestly, I didn't know. "I loved the emotions expressed in those words and so I shared the post," was my feeble explanation. There were no further comments on the post at that time.

One Sunday afternoon at my friend's house, a few of my friends and their spouses gathered in the family room after lunch. We decided to watch a Hindi movie. One friend suggested, "Let's watch this one, Jazbaa (Feelings)" The movie was a suspense thriller! The hero, Yohan, played by Irfan Khan, was an unstoppable police officer. His school friend, Anuradha Verma, played by Aishwariya Rai, was a lawyer and a single mother, whose daughter got kidnapped. Yohan, like her father, did not rest till he rescued the girl. In the last scene of the movie, Yohan is asked "Why didn't you ask Anuradha to stay with you?" My heart missed a beat when I heard "that awesome dialogue" that I had seen on Facebook, three months ago! I went back to my Facebook timeline. I almost blinked when I saw the last line, staring at me, mockingly, this time. It said: "by Irfan Khan in Jazbaa"

Story 3: "The Sweet Spot"

When one walked by this pretty neighborhood in the suburb of Denver, Colorado, it was hard to miss a round black mark on the sidewalk. Many men and women stepped on it during their walk or jog. It got scorched under the hot sun rays. It got wet under rain and snow. The perfect mark, Dot, as he named himself, smiled at everyone and everything.

Dot felt sad one day. He had lost his own spots. It made him pout. He used to have three shiny white spots. Over the years, the dirt on the shoes may have made the white spots, gray. When the sun melted the rubber, maybe the colors blended with each other over time. Who knows what really happened. After a heavy rain on that June afternoon, Dot looked at his reflection on the leaves of the nearby bush. To his dismay, he could not see his white spots anymore! What if people thought he was plain? His whole world was falling apart.

His world was focused on the neighborhood where Joe lived. He used to be Joe's favorite bouncy ball. Many summers ago, Joe was bouncing him happily when Dot fell into the fire pit. The fire pit was extremely hot. Joe's family was having a BBQ party in the backyard. Joe noticed it right away and asked for help. However, it was too late. By the time Joe's father brought the tongs and tried to pick up Dot, he was all gooey. Joe cleaned the tongs with a paper towel and kept him near his chair. A sudden wind blew the paper towel to the sidewalk and Dot got stuck there.

He had felt alone that day but he still had his shiny spots. Dot felt lost without his spots. He prayed to be a bouncy ball once again. He could then roll everywhere to look for his spots. Before long, he got kicked by a lovelorn young man. Dot rolled on the sidewalk at a fast speed. He looked around carefully at the familiar backyards, the patios the trees and bushes. Unfortunately, he could not see his spots anywhere. Finally, he rolled off the sidewalk into a roadside puddle. Barely afloat, in the cold water, he thought he smelled BBQ sauce.

Dot prayed to go back in time when he had played with Joe. Before long he was in the midst of half a dozen boys on a wrought iron table. Dot looked so fine with his shiny white spots. Every boy was reaching forward, trying to get a hold of him. At that moment, Dot felt complete. Happiness filled his heart and tears trickled down his cheeks. He knew he could not stop time but he could always relive it. No matter what happened to him, he would always find his sweet spot!



নিজস্বী

মিলি

ইদানীং নিউজপেপারে, হোয়াটস অ্যাপে, টুইটারে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হচ্ছে সেলফি শহীদ দের নাম। নিজস্বীতে নিমগ্ন হয়েছিলেন এমন ই গভীর ভাবে, নৌকো থেকে, দশ তলার ছাদ থেকে, ফল্ সের চুড়া থেকে পরে বেবাক প্রানটাই হারালেন। মানুষ মাত্রই কম বেশী নার্সিসিস্ট তাই বলে.....

আগের দিনের রসিক রাজ রাজারা যখন তখন তাবর চিত্রকর ডেকে আঁকিয়ে নিতেন নিজ-প্রতিকৃতি। কোষে সেই উৎসাহ ছিল, কোষাগারে সেই স্বচছলতাও। তারপর ক্যামেরা এল। লাঘব হল শিল্পীর পরিশ্রম। মানবিক এটি, কল্পনার কালার, মনের মাধুরী, শিল্পময়তা আর রইলনা বটে তবে end product পেল চুড়ান্ত perfection. আর এখন তো technology র নতুন টাকনা সেল্ফি, টাচ্ দিলেই খচ্ নে, দেখ কত দেখবি সেলফিশ ফটোপুরান। সেল্ফির থেকে বড় হিট এই ধরাধামে আছে কি? চল্তা ফিরতা সেল্ফি না থাকলে মানুষ বুঝবে কি করে, কি খেতাম, কি পরতাম, কোন কোন চুলোয় যেতাম। আলমারীতে যে এক হাজার দু হাজার শাড়ী ড্রেস আছে, লকারে লটকানো.... সেটা সেল্ফি exhibit না করলে কেউ দেখতে পেত বুঝি? সেল্ফি এখন এতটাই হিট যে, যেকোনো ফটো তোলা নাম হয়ে গিয়েছে সেল্ফি। একদিন এক কলিগ স্মার্ট ফোন কিনে বললো, আসুন আপনাদের একটা group photo তুলি, এমন সময় আঞ্জাবহ চা নিয়ে হাজির। সেও দাড়িয়ে পড়ে বললো ' স্যার সেল্ফিটা ভালো করে তুলবেন কিন্তু!' আমরা ফটো তুলবো কি! হেসেই সারা।

অনেকের হাতে আবার লম্বা লাঠির মত কী একটা বলল 'এ হল সেল্ফি স্টিক'। লাঠির মাথায় মোবাইল লাগিয়ে ছবি বাগালে গোটা পূজা মন্ডপের লোক এক স্নেপে ক্যাপচার। আজ আর ছবি নয় আমি সত্যি সত্যি দেখেছি আয়না বিলাস ও সেরে নিচ্ছে অনেকে।

এক পৃথিবী বরণ্য নেতার সৎকার হচ্ছে আর গ্যালারিতে বসে তিন তাবর দেশের নেতা মল্লি হাসি হাসি মুখে groupfie তুলছে। আমরা নিজেদের নিয়ে এত বিভোর যে, চক্ষুমলজ্জা টার্মটা অবধি ভুলে গিয়েছি। জাপানী অ্যাস্ট্রনট আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে পৌঁছে সব ছেড়ে আগে সেল্ফি নিলেন। শুধু এখন ও প্লেনের জানালার কাঁচটা খুলতে পারেনি তাই, না হলে ওখান থেকে মুন্ডু বাড়িয়ে ও পোজ দিত। সেল্ফি আর সেল্ফ পোড্রেটের মধ্যে আপাত প্রচ্ছন্ন একটু মিল থাকলে ও, অনেক ফারাক ও আছে। ভাবুন একবার, মোনালিসার হাতে যদি স্মার্ট ফোন থাকত তাহলে দ্য ভিন্চির পোড্রেটের আর দাম ই থাকত না।

এই আমরা আম জনতা সবাই তো ফাঁটিয়ে ছবি আঁকিনা যে খাতা পেন হাতে বসে পড়বো আয়নার সামনে, তাই আমাদের জন্য রইল নিজস্বী।



ITALY TRAVELOUGE

Rituparna Ghosh

When it comes to a European vacation, Italy is a very popular destination. This summer Amit and I decided on a 10-day trip to this beautiful country, picking Rome, Florence, and Venice. We booked the hotels and airline and train tickets online and felt relieved that the bulk of the reservation is pretty much taken care of. There were a few other advance bookings in Rome like Borghese Gallery and Hop On Hop Off (HOHO) bus tours. We arrived at Fiumicino Airport in Rome on a bright sunny morning in July. The Leonardo Express took us to Roma Termini, the central station in Rome. The hotel was a 10-minute walk from the train station. We packed lightly, and so it was not a problem to pull our carry-on cases and backpacks and reach Monte Carlo hotel.

We had the advance tickets to Borghese Gallery at 3:00 pm. A short taxi ride from the hotel took us to the magnificent art gallery containing some of the greatest pieces of Western art, e.g. works of Raphael, Canova, Bernini, and Caravaggio. The museum is full of paintings on 2nd floor and sculptures on the 1st floor. Some



Photo 1: Amit and Ritu in front of St. Peter's Cathedral, Vatican.

of the beautiful pieces which I loved were the marble statue called Pauline by Antonio Canova and a beautiful painting named Madonna del Palafrenieri by Caravaggio. After the two-hour museum tour, relaxing with delicious cappuccino in the café was delightful. We then took the metro to visit Spanish Steps and Piazza de Spagna. The square called Piazza de Spagna had a pretty fountain and it branched off into some narrow streets lined by famous Italian branded shops like Valentino, Armani, Gucci, Versace, etc.

As we started walking down a lane, a small crowd drew our attention. Coming closer, we found there was a photoshoot in front of the famous store, BVLGARI: a beautiful Italian model in a pair of exquisite palazzos and a tunic, posing for a purse and shoes. There was an air of style and fashion and elegance as she tilted her head and lowered or lifted her gaze and cameras flashed trying to catch the perfect angle and smile, I thought what a unique experience for us to see a live model being photographed in one of the fashion capitals of Italy.





Compliments of



Alpine Travel & Tours

eby@alpine5.com

303 200 4540

*Full Service Travel Agency
Cruise Vacations
Indian Subcontinent Specialist
Hawaii
Mexico
Corporate Travel
And More.....*

The next day was for Colosseum and Roman Forum. The beauty and grandeur of an ancient civilization that flourished from the 2nd or 3rd century AD were simply awe-inspiring. Colosseum is the world's most famous arena or stadium with deadly games of gladiators, ferocious animals, slaves which provided pleasure and entertainment to people of all classes of the society. On the upper level, there were exhibits dating from 1st or 2nd century AD showing bones of roasted pig and small copper spoons and glass carafe and small cups and oil lamps and many other artifacts. I could imagine life 2000 years ago at the living and breathing Colosseum as the Romans ate,



Photo 2: Colosseum in Rome

drank and enjoyed while there were shows being performed on the stage in front of thousands of roaring spectators. The Roman Forum contains relics and ruins of many temples, and halls from the days of Julius, Augustus Caesar. There was a village of stone huts where according to historians, Remus and Romulus, the two brothers who were brought up by their wolf mother and who later founded the city of Rome lived! It took us about 6 hours to walk and see these two famous sites. The hop on the HOHO bus provided much-awaited relief to our aching feet and dropped us near Trevi Fountain. It is said that if a person drops a coin (stand with her back to the fountain, toss the coin with her right hand across the left shoulder) and makes a wish, the wish is granted. Along with many other tourists, I took out a coin and tossed it in the fountain.

Any visit to Italy must include gastronomical pleasures like heavenly pizzas, panini, and pasta which we enjoyed throughout the trip. We ordered a panini and pasta for our dinner that day and finished with the glorious Italian dessert, tiramisu.



Photo 3: Pizza!

The third day was for The Vatican, the seat of The Pope and Catholic Christians. Located in 109 acres, the Vatican City State is the smallest independent nation. But the commanding beauty and sovereignty that is embodied in St. Peter's Basilica or the Square or the Vatican Museum and Sistine Chapel is undeniable. Sculptures, maps, tapestries and paintings that are preserved in Pinacoteca, Rafael's room and other halls need more than a day. Inside the Sistine Chapel, the gorgeous paintings on the ceiling and walls were completed by Michelangelo Buonarroti in 1531. The art and architecture preserved in the Vatican inspires awe as we saw "The Creation of Adam" (famous painting on the ceiling) or Pieta (sculpture) or the vast collection of marble statues and paintings, depicting the life of Christ or other saints and scenes from the medieval or renaissance or baroque periods in Italy.



A train from Roma Termini took us to Florence or Firenze on our fourth day. The journey took an hour and a half in a very comfortable coach through Tuscan rolling hills, vineyards, and pristine countryside. If



Photo 2: Ritu at Leaning Tower of Pisa.

Rome with its ancient monuments took me by surprise, Florence swept me off my feet. The city was small, and most of the interesting spots were within walking distance. A Firenze Card which costs 72 euros allows visits to 72 museums over 72 hours fitted perfectly into our schedule. Florence is undoubtedly one of the most beautiful and vibrant cities in Italy. Over the next three days, we enjoyed visits to museums like Accademia (Michelangelo's David), Uffizi Gallery (Boticelli's Birth of Venus), Palazzo Vecchio, Basilica of San Lorenzo, Medici Chapel, Pitti Palace, Boboli Garden and the iconic Duomo and accompanying bell tower. The sunset and full view of Florence from Piazzale Michelangelo was just breathtaking. We immersed ourselves in various Italian splendors, one of which was enjoying Chianti, Italian red wine famous in the Tuscany region with artisan bread, prosciutto and other goodies. Shops selling leather bags, shoes, belts, etc. were abundant though we had to be careful in picking real Italian leather and not a cheap look-alike manufactured in PRC. On the seventh day (third day in Florence) we took a half day trip to Pisa and saw the leaning tower as well as two other monuments, namely the cathedral and museum. How can anyone

leave Pisa without the signature photo of the person trying to stop the leaning tower from falling over? Amit had to wait patiently as I took a long time trying to get the perfect picture!

The last two days of our trip were dedicated to Venice, where we arrived by train from Florence. As soon we stepped out of Venezia Santa Lucia train station, we were surprised by countless vaporettos or water buses, boats, water taxis in the Grand Canal and numerous canals crisscrossing the entire island of Venice. Our hotel was right next to San Marco Plaza with the towering Basilica of San Marco and Palazzo Ducale (Dodge's Palace). A trip to Venice visit would be incomplete without a gondola ride though the fare seemed pretty exorbitant 80 Euro for a mere 30 minutes. It was late evening when we took the gondola ride. The tangent sun rays created a shimmering glow on the water. I have to admit that the gondola ride as we floated through the canals, next to houses and shops and Rialto Bridge, was one of the most romantic portions in our trip. It was short, but it was truly enchanting. The next day's boat trip to neighboring islands of Murano, Burano and Torcello offered visits to traditional blow glass factory, shops selling traditional intricate lace, quaint fisherman's village with colorful houses and an old church built hundreds of years ago.



Photo 3: Amit enjoying Gondola Ride in Venice.



After ten days as we were getting ready to board the flight from Venice back to the US, I thought in a bittersweet way, “even though my vacation is over, even though these beautiful places and the delightful food and the lovely greeting of ‘Buon Giorno’ and ‘Grazie’ wouldn’t be around, I am taking something back with me. It is the art of la Dolce Vita – as the Italians say, the sweetness of doing nothing and enjoying life.” And this, along with the memories and photographs, would indeed be something for me to cherish now and forever.



PRIYA AND PARAG - MARRIED LIFE IN THE SEVENTIES

Mita Mukerjee

A typical Indian couple were they
Their parents met over tea to arrange a match
A plan ready to hatch
Parag, an eligible bachelor, to wed Priya
A pretty girl of age, -- twenty three
Date was set for 10th December 1973;
A beautiful bride, as innocent as a flower
Looked into the dark eyes of her husband to be—
Fear clutched her heart, I don't know this person
I am to be his wife---for life! What if? What then?
Is he all that I want him to be?
Am I all that he wants from me?
As the dark eyes caressed her face
She dropped her eyes in confusion
Her heart throbbed; she smiled, yes, this is it!
Somebody to depend on, lifelong companion!
Somebody to love, to care for, build a home!
As days turned to months, Priya learned that
Parag liked his toast lightly buttered, his tea piping hot!
And under the stern exterior, he was a romantic at heart!
Parag learned his wife liked the fan on full swing
With blankets up to her chin;
His wife had a heart of gold, but was stubborn ten-fold
Years gave way to decades, conflicts to understanding
Pain and pleasure wove the tapestry of life
The children grew up and went their way

Now they have each other, for better or worse, AS LIFE MARCHES ON!

ION and IONA—married in the millennium

Ion and Iona—“oh! What a cute couple!

Said everyone, -- around

Love at first sight! Or “ site “

As the case maybe,

“site” being “SHADI. Com, where matches abound!

Life was sweet, a wonderful journey,

Honeymoon in Hawaii, baby-moon in Kauai,

Settled in a huge house in STYLE!

Ion climbed the corporate ladder

While Iona, a doctor, worked harder

Babies arrived—life was hectic, as they grew

Schedules—ballet, basketball, clubs and parties;

A vicious cycle, precious moments so few!

Ion came home one night, to darkened rooms so bare—

“Iona---where are you? Panic struck his heart

Resentment, anger, sorrow and fear!

Where is everybody? Did Iona leave me?

She had been irritated lately,

She was trying to say something—but I was busy ---

Boy! Does she have the worst timing!

As Ion wallowed in despair, the phone began to ring!

“Hello” said a familiar voice; “Iona”! His heart jumped with joy!

“Where ARE you? Are you ok? Is everything fine?”

“Of course—we are in VEGAS—or did you forget?”

With the forties club, celebrating our birthdays—check your text!

And your email, please! There is food in the fridge;”

A final click---Ion looked around sadly, missing Iona terribly!

This is what life has come to—texts and emails, no real human touch—,

We are too busy being busy—life can't go on as such

We need to breathe some life into LIFE itself!

When Iona returned, he was at the door ready with flowers and a warm embrace!

“Wow—maybe I should visit Vegas more often!” She smiled

“You had me worried—that was the worst feeling!” He said

“From now on, let us make a pact--we make each day count

We take the time to savor each precious moment—

Love and live and be happy—as life marches on!



STAYING AHEAD IS HUMANLY POSSIBLE



Experis™
ManpowerGroup

At Experis™, we know what drives your company: change. That's why we match your company with the solutions and talent that can create sustained success in information technology, engineering and finance. We'll help you harness the power of technology to make smarter, faster decisions, connect more strongly with your customers, and drive innovation in your marketplace. So your company can stay in the lead.

John Dixon, Business Development Manager

T: +1 303 256 3108 • C: +1 513 254 7487

john.dixon @experis.com

experis.us



ARTIST'S GALLERY



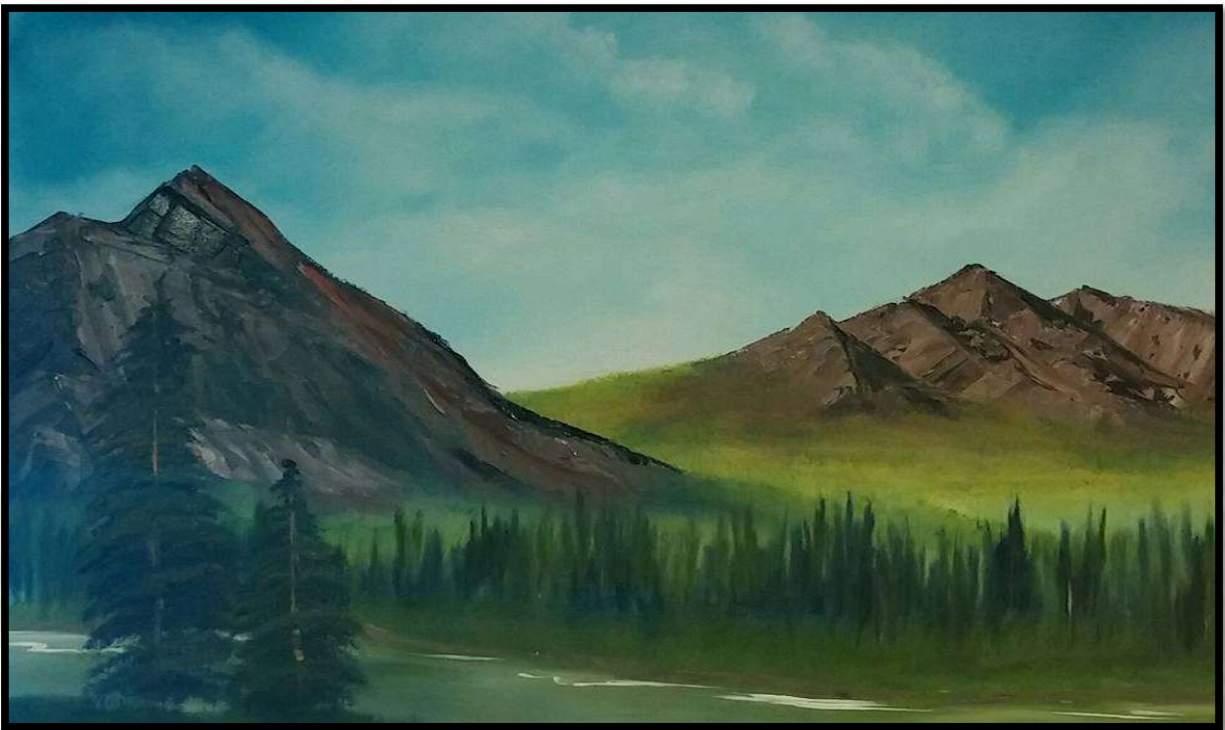
LET THERE BE PEACE AND SWEETS *Neha Bhaumik*



FRUIT BASKET *Rayan Das*



WINTER SOLITARY *Rajarshi Bose*



SCENIC COLORADO *Rajarshi Bose*



DUSK IN MOUNTAINS *Rajarshi Bose*



PARK *Adrija Banerjee*



Milonee is not only a community, We are a community with a big heart. The heart comes from our culture which teaches us to be together no matter what.

It teaches us values, morality and responsibility towards the society. As part of Milonee we regularly try our best to help the society in many ways.



Through Coat Drive, through food donation and in many other ways. This year also we have been involved towards the noble cause by helping out the “Food Bank of Rockies” and “Habitat for Humanity”. From packing food for the food bank and building houses for the habitat of humanity,

It again reminded us of togetherness, values and above all humanity. As a community Milonee will continue to work towards the betterment of the society as a whole.

POEM

Patrali Bose

What makes a poem a poem?
Is it the words that grow like leaves?
Or is it the water in oceans, and
Words upon words in a sea.

Where do these things come from,
A city in our minds?
Maybe if we look deeper
Storages, with phrases entwined

Little tiny people, working all night
And day, taking in all the stuff you learn
And storing them away.

Resting them in places, in forests
And strongholds alike, picking out the
things,
the things you especially like.

And in the night when you're fast asleep,
The people they don't make a peep,
But they take the letters and words you
know,
And scramble them up like snow.

The script then begins to play,
Showing a movie as long as day.
And as we wake we begin to see,
All the things you need to be.

And your day starts over again,
Making words the people will soon blend,
And saving them inside your human safe,
Hoping your day will be great.

So, what makes a poem a poem?
Is it the lakes and ponds of blue?
Or is a poem really, really because of you?

REFLECTION

Anuradha Kamath (Gangopadhyay)

The light of Life lies in it's Reflection.
Every thought and deed mirroring
In the pool of one's introspection.

Past mountains of challenges successfully scaled,
Create an inspiring memory
When confidently unveiled.

Dreary thoughts and feelings are swept aside,
By our inherent light
That must be amplified.

It is in the quiet waters of our contemplation,
We must find the right path
To a life of jubilation.

So, let's walk the trail of love and rectitude
And breathe in Life's
Wonderful reflection with gratitude!

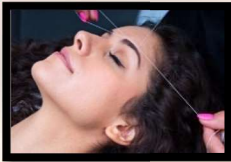
ADVICE ON CUPCAKES

Anaya Nandi (7 years)

Cupcakes are fun
But too much is a sick belly.
You get sick from head to toe.
The cure is hard but
It may be cured
Take some medicine
Take some rest
And that is what it takes I bet!

SAHELI EYEBROW THREADING BEAUTY SALON

EYEBROW THREADING \$9



MICROBLADING \$300

10890 East Dartmouth Ave, Unit 5. Denver, CO 80014 (FAIRWAYS CENTER)

OPEN 7 DAYS A WEEK. 10AM-8PM. 720-842-9677, 303-751-6388.

THREADING SERVICE:

Eyebrow threading \$9
 Upper lip \$4
 Chin \$5
 Forehead \$4
 Sideburn \$6
 Full face \$22
 Full face & neck \$25
 Microblading \$300
 Eyelash Extension \$70
 Eyelash refill \$35
 Eyebrow Tinting \$15
 Henna for hair \$35
SERVICE FOR MEN:
 Eyebrow Threading, Facial.

WAXING SERVICE:

Full arm \$22
 Under arm \$8
 Full arm/Under arm \$27
 Half leg \$20
 Full leg \$40
 Stomach \$20
 Back \$20
 Bikini \$25
 Brazilian Waxing \$40
 Neck front & back \$10
 Full Body Waxing For Ladies
 \$130

FACIAL:

Basic Facial cleaning \$35
 Deep Facial cleaning with
 Ultrasonic \$50
 Relaxing fruit facial \$50
 Shahnaz Facial \$50
 Herbal Facial \$50
 Purifying pearl facial \$50
 24Kt Gold Facial \$60
 Shahanaz Diamond Facial
 \$65
 Hydrating Facial with
 vitamin C \$60
 Microdermabrasion
 Exfoliation \$55
 Acne facial \$60
 Anti aging facial for wrinkle &
 fine lines \$65
 Chemical peel for aging
 or Sun damaged skin starting
 from \$45.

SCARED STRANGER

Roshmi Bhaumik

A divorced lady with a few peers
Went to a bar for chilled beers
Her bladder filled up after two
She walked alone towards the loo
She looked ahead near the door
Something dark upon the floor
Bent down to take a closer look
Under the table, somebody shook
Scared eyes and a pretty face
Dark with terror, in spite of grace
A teen startled, looked above
She felt pity and showered love
"I don't know your language
Neither the religion or age.
I only promise to help you out
Trust me stranger, come on out"
When out came his shining gun
Regretting what she had done
Stopped for a moment to think,
"Life can fade away in a blink."

MAGICAL MUSICAL

Roshmi Bhaumik

Rain drops in rhythm
Life swings in melody
Nature's subtle pulse
Most often eludes me

In moist brown earth
Under rocks and sand
A green seed sprouts
Reaching out its hand

A bunny that hops by
Enjoys a tender snack
An eagle spots a prey
Swoops at bunny's back

Sun moves to the west
Marking the end of day
Shooter aims at bird
Marking the end of play

Light creates shadows
Of various living shapes
Darkness covers actors
With its flowing drapes

Watching all the shadows
Moved by unseen strings
I wonder how magical are
These terrestrial beings!!

রাজনৈতিক

অনির্বাণ চক্রবর্তী

রাজ্যে যখন চির শান্তি বিরজমান
ঠিক তখনি
চর এসে সংবাদ দিল
শহরের উপকণ্ঠে কোনো এক কবি
এসে বসবাস শুরু করেছে ।
মহারাজ স্মিতহাস্যে চর কে বলেন
" এত সুসংবাদ ।
বাস্তবিদ কে খবর দিও ,
এক সুরম্য পর্ণ কুটির যেন
গড়ে দেয় তাকে ।
পুষ্করিণি ও খনন করো কুটিরের সম্মুখে ।
শান্ত সরোবরে
শ্বেত শুভ্র মরাল মরালীর খেলা করুক --
ও হ্যাঁ ,আর কিছু সুন্দরী দাসী ও ভেট দিও ,
কবির কবিতা তাতে বেরোবে প্রচুর ।"

আকাশে সদ্য দ্বিতীয়ার চাঁদ ।
বাতাসে তখন ও ছিল বসন্তের গন্ধ ।

তার ও বেশ কিছু পক্ষকাল বাদে
মহারাজের মনেতে এলো কাব্য বাসনা ।
" কবির খবর কি হে চর ?"
রাজা শুধালেন ।
" সভায় যে তাকে দেখিনা টেখিনা "।

চর বলে
" কবি আছে একমনে ।
কত গুলো হাভাতে জুটিয়ে,
চলে ওর কাব্য রচনা "।

রাজার কপালে ভাঁজ ।

"থাকুক নির্জনে ,
চাঁদ , ফুল , পাখি নিয়ে
কবিতা লিখুক ।"
তারপর রাজা বলেন সম্মেহে ।

চর হতবাক --
"নিতান্ত অকবি ওটা মহারাজ ।
চাঁদ ,ফুল , জোছনা টোছনা,
কাব্যে কিছুই ওর থাকেনা । "

রাজার মুখ ঞ্চুকুটি কুটিল ।
তারপর শান্ত স্বরে হুকুম দিলেন ---

"ঘাতক পাঠাও "।।

নিন্দুকেরা বলে
বারুদের গন্ধ ছিল গোটা রাজ্য জুড়ে।

কালান্তর

তীর্থ চৌধুরী

দূরে সরে যাচ্ছে!

মুহূর্তগুলো স্মৃতির পুরনো আলমারিতে হারিয়ে যাচ্ছে
আঁকিবুকি কাটা শৈশবের আঁকার খাতার মতন,
পুরনো অ্যালবামের সাদা কালো ঝাপসা ছবির মতন ।

চলে যাচ্ছে শৈশব, চলে যাচ্ছে কৈশোর, চলে যাচ্ছে যৌবন
পরে থাকছে ক্ষনিক মুহূর্ত, যা মনের ভিতরে খুঁজছে আশ্রয়
যা সময়ের চাপে হারাচ্ছে গুরুত্ব, তার ঘটছে পরাজয় ।

দূরে সরে যাচ্ছে!

মানুষ, পদার্থ, কৃত্রিম-অকৃত্রিম, আদর, হিংসা
সত্য-মিথ্যে, আদর্শ-অনাদর্শ, বিষয়, বাসনা
কিছুই মনে নেই, কিছুই মনে থাকেনা, তাই কিছু যায় আসে না।

কাল হয়েছে আজ, আজ হবে কাল, রইবে শুধু 'আমি'-রা
আমার কথা বলব কাকে, আকাশ-চন্দ্র-সূর্য-তারা?
ওদের কাছেও 'আমি' নিরর্থক, অনাবশ্যক লক্ষ্মীছাড়া!

আমার আমিরও হতে হবে ক্ষয়, পরে থাকবে টুকরো স্মৃতি
সেও অগোচরে ঝরে যাবে কবে, হয়ে যাবে কবিতা এমনি ।

অন্য পুজো

কৃষ্ণেন্দু কুমার দাস

সূর্য আকাশ মাথায় নিয়ে
দাবদাহের সড়ক ধরে
লাশটা কাঁধের উপর ফেলে
পথকে শুধু সঙ্গী করে

চোখের জল যায় শুকিয়ে
শক্ত হাতে হাত টা ধরে
ক্ষয়ে যাওয়া পাঁজরটাতে
বুকের হাপর বাতাস ভরে

ক্ষুধার জ্বালা চরম যে আজ
মারণ রোগের বাসা বাধে
দানা মাঝির ক্লান্ত দেহ
বউ এর ভারী লাশ টা কাঁধে

পথ শুধু তার চায় যে পানে
বোকা পথিক তাকিয়ে থাকে
গাড়ি ঘোড়া পাশ ফিরে যায়
দানা আর লাশ পথের বাঁকে

ভগবান আজ চারিদিকে
পয়সা কড়ি খাওয়া দাওয়া
অন্ধকারে আলো নেই আজ
গরম পথের দমকা হাওয়া

ধন আছে যার মা আছেন
ডাক্তার আছে বদ্যি আছে
জীবন বাতি বৃথাই নেভে
দারিদ্র আজ দানার কাছে

দীর্ঘ পথের শেষে এসে
গ্রামে ফিরে লাশ পুড়িয়ে
মেয়ের হাত টা ধরে দানা
মা নিয়েছেন মুখ ফিরিয়ে

জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের একমুঠো কবিতা

অধিকার

আমার জীবন

অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করলাম তোর জন্য
কলেজের লাইব্রেরি গলির ফাঁকে
তোর বাড়ীর সামনের চায়ের দোকানে
শপিংমলের সামনের রাস্তায়
ল্যান্ডমার্কে বই হাতে মেঝেতে
অপেক্ষা করে থাকতাম কখন চোখ তুলে তাকাবি
একবার আমার দিকে।
রাতে মস্ত খালি বিছানায় শুয়ে
মনে পরত ছোটবেলার পুরানো কথা সেই।
মনে মনে কত কথা হত,
মুখোমুখি মুখেমুখে না হলেও,
চারপাশের ভীড় ব্যস্ততা উধাও হয়ে যেত
শুধু থাকতাম তুই, আমি আর একরাশ আবেগ।

আজ তোর বাড়ীর সামনে বিয়ের প্যাডাল
ফুল দিয়ে সাজানো গেট, আলো দিয়ে সাজানো বাড়ী
কত লোক জনের যাতায়াত
বাইরে ভেসে আসা খাবারের গন্ধ
বুঝলাম,
আজ থেকে তুই অন্যের,
অথবা অনেক আগে থেকেই,
তোকে সুন্দর একটা জীবন দেবার অধিকার আমার নেই!

বেহলায় খালের ধারে চলতে ঘরে
একঝাঁক মশা ও আমার মিলিত বাসস্থান;
পুবের জানালায় ঝকঝকে জ্যোৎস্না,
নালার পচা গন্ধ
আর প্রতিবেশী ঝগড়ার নির্বাধ প্রবেশ।

একটাই আসবাব পাঁচ-বাই তিন চৌকি
দরজার কোল ঘেঁষেই দুহাত তফাতে,
দুজোড়া কাঁথার গদি, নেতানো বালিশ
আর চাদর সেটা কখনো হয়তো নীল ছিল।

পশ্চিম কোণে একটা অসময়ের স্টোভ
থাকে ছয় জোড়া ইঁটের সিংহাসনে,
চল্লিশ টাকা লিটার কেরোসিনের পর
ওটার আর দরকারী সময় হয় না।

তবু এখানেও বর্ষা নামে, টিনের চালে
অঝোর ধারায় নন স্টপ কনসার্ট বাজে,
সারা বছরই রাতে ঘুম আসে
বৃষ্টির তানে অথবা মশার গানে।

ব্যতিক্রমী কোন এক গভীর রাতে
হয়তো কি করে বা স্বপ্ন আসে,
একজোড়া নরম আদুরে হাত
আর ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত।

চাঁদের ফাঁদে

চাঁদে যাবার টিকিট কেটেছিলাম,
তোর সাথে, একসাথে যাব বলে ।
স্পেস শাটলে উইন্ডো সীট,
বেশ দেখতে দেখতে যাব।

চাঁদে স্যান্ড ভিউ রিসর্টে বুকিং,
তুকলেই এক গ্লাস ওয়েলকাম ড্রিন্ক,
স্টোন চিপসের মালা দিয়ে বরন,
তিন দিক খোলা কাঁচের বেডরুম ।

আর্থ রাইজ দেখার ট্যুর,
গাড়ী চেপে মুন সার্বিং,
উপর থেকে ইনফাইনাইট বাউন্সিং,
চাঁদের স্যান্ড ডীউনসে সানলাইট লাঞ্চ,
হস্তা ধরে ভরপুর হানিমুন প্রোগ্রাম ।

তোর ও আমার যাবার পোশাক
স্কাইকার্টে অর্ডার দিয়েছি
তিন জোড়া করে,
এক্সপ্রেস ডেলিভারি ।

চুমু খাবার অক্সিজেন মাস্ক
মিলছিল না কোথাও
শ্রীহরিকোটার স্কাইমার্টে টু মেরে
এক ডজন নিলাম কিনে ।

বিয়ের চিঠির ডিজাইন শেষ
চাঁদের বালু মাথা আমন্ত্রণ পত্র
থ্রিডি প্রিন্টিং এর ই-মেল অর্ডার
পৌঁছে যাবে দু দিনেই ।

আজ পোস্টম্যান বয়ে নিয়ে এলো
তোর বিয়ের চিঠি,
অনিমেষের সাথে,
সাত দিন লেট করে ।

আগ বাড়ালেই তোমায় পাব
এই আশাতেই হাত বাড়াই ।
মনের ছোঁয়া বুকের মাঝে
তোমার চোখে পথ হারাই ॥

পলক ছাড়া চোখে ভাসে
না বলা কথার ফুলঝুরি ।
মনের কোণে বাদল বাজে,
বন্যা আসে, বুক জুড়ি ॥

চলকে পরে খুশীর রাশি
বুক পেয়ালার হৃদয় মাঝে,
আনন্দ আজ বন্ধা হারায়
গর্ব করা বুকের খাঁজে ॥

দাঁতের ফাঁকে নরম হাসি,
গরম গালে টোল পরে ।
বেদম খুশী পাখনা ওড়ায়
হলুদ ডানায় ভর করে ॥

উচ্ছ্বাসের ডিম বাচ্চা পাড়ে
তোমার ঠোঁটের ওম খেয়ে ।
নরম কোমর ঝাঁপিয়ে হাসে
আমার হাতের দোল খেয়ে ॥

দিকিবি ছিলাম তুই হয়ে
বাঁধনছাড়া ভাল লাগায়
সকাল রাতের টেক্সট মেসেজ আর
দুপুরের ক্লাস পালানো সিনেমায়
ঝালমুড়ির কাগজের ঠোঙায়
ফিচেল হাসির ঠোঁটের কোণায়
বেশ চলছিল দিন কাটছিল ভাল
কাল চোখে চোখ রেখে তুমি করে বললি
টর্নেডোর ঝড়ের মত ভালবাসার ধাক্কা এল
ভাললাগার নীল সমুদ্র হঠাৎ হল কালো
আরামের সুড়সুড়ি বদলে গেল
জবরদস্তি কাতুকুতু হয়ে ।

ভীকু ভালোবাসা

রোজ ছুটে যাই তোমার কাছে বিকেল হতেই পা বাড়ায়
চোখাচোখির কথার ভাষা ভীকু বুকে বল জোগায়
পার্কের বসে আড্ডা মারার ইচ্ছা বড় মাথা চাড়ায়
নরম হাতের কোমল রেখা স্পর্শ সুখে মন হারায়
চিবুক ধরে আলতো আদর মন গভীরে হাত বাড়ায়
নোনতা ঠোঁটের রসের কামড় কোন আবেশে জিভ নাড়ায়
জোড়া প্রাণের হৃদস্পন্দন একই তালে সুর বাজায়
ভাবছি যতই স্বপ্ন মাঝে জীবন জোড়া মন কাড়ায়
তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধার সাহসই নেই শিড়দাঁড়ায় ।

তোল বখিল প্রেমের লাজুক গুণ্ডন
 গুণ্ডিত ভালবাসা হোক সর্বব্যাপ্তমান
 সাক্ষী হরিত গুলঞ্চের অবিরল গুণ্ডন
 আর উড্ডস্ত গাংচিলের উদ্বল গুণ্ডন ।

চির বুভুক্ষিত ক্লাস্ত শ্রান্ত বুক স্পন্দনে
 ওঠে বেগার্ত উচ্ছ্বাসের ভাবালু বুদ্ধবুদন
 উধাও পরানের শিলীভূত শীতালু শিহরন
 শতধায় ধায় মন লহরীর উষ্ণ প্রেমানুরণন ।

গয়বী পত্রের শুচিস্মিত সম্ভাষে আনন্দ উচ্চারণ
 শবলা গুলালে আজ আলোর শৌক্যেয় বিচ্ছুরণ
 বক্ষলগ্ন আশে ললিত আশার উন্মুখ আবাহন
 প্রেম অভিলাষে অধির শ্বাসে মিলনের আমন্ত্রণ ।

তোর সব গল্প গুলো রাতের মাঝেই ভীড় করে আসে
 শিথিল শরীরে সীমানা হারা আবেশে স্বপ্নের হাত ধরে
 টুকরো টুকরো ভাবনার দল রাতের অন্ধকারে জোড়া লাগে
 রাস্তায় হাত ধরে চলা, পার্কে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বসা,
 লাস্ট ট্রেনের লাস্ট বগিতে তোরা আমার ফাস্ট ভালোবাসা,
 সকালের বাগড়া, আর কখনো মুখ না দেখার বলাহীন
 অভিমান

বিকেলের ফুচকায় সারাদিন কষ্টের আলুকাবলির মাখামাখি
 মেসোমশাইকে দেখে আতঙ্কের মুখ লুকানো শাড়ীর আঁচল
 ক্লাস পালিয়ে বকখালির বালুচরেলবলাকার ডানা আর
 সাগরের গান
 দেবী করে বাড়ী ফিরে একঝুড়ি মিছে নিয়ে ভাল সাজার
 ভান

টম ক্রজ না বেন অ্যাফলেক তাই নিয়ে তুমুল ফোয়ারা
 পরদিন নন্দনে দুটো পরপর সিনেমায় তর্কের অবসান
 এখন তুই পাঁচিশের সুন্দরী, আমি করি বেকারী
 ফুলশয্যার রাতে আজ তুই অন্য হাতের আদরে
 আমার স্বপ্নের গল্পগুলো আর বলা হল না তোকে
 তোরা গল্পটাই হারিয়ে গেল আমার কাছ থেকে ।

EGGS EXCEPT BREAKFAST

Aparna Ghosh

Eggs are delectable, inexpensive, high-quality proteins. They contain a negligible amount of carbohydrate, and can be cooked in various ways to satisfy many palates. Eggs are not only for breakfast, they make delicious lunch and dinner menus. Here are a couple of special egg recipes for dinner that I cooked at parties, and my guests loved it! Try these yummy recipes at home and enjoy your meal. Bon appétit!!

DIM MORICH

INGREDIENTS - Serving size- 4 adults

Hard boiled eggs- 4, longitudinally cut potatoes-2, ginger paste- 4 tsp, tomato paste-half cup, cooking oil- canola or mustard- quarter cup, hing / asafoetida- a pinch, bay leaves- 2, whole red chili -1, cumin/ jeera powder- 1 tsp, coriander/ dhania powder- 1 tsp, red chili powder-1/2 tsp, turmeric/ haldi powder- 1/2 tsp, salt and sugar as per taste, freshly grounded black pepper- generous amount, 2 cups warm water. Here I would like to mention that you can use store bought ground black pepper, but if you grind fresh whole black peppers at home this recipe will taste the best.

DIRECTION - Boil eggs, peel off the shell and keep aside. Cut potatoes lengthwise. Pour mustard

or canola oil to a pan or wok and add a pinch of asafoetida, one bay leaf, and one whole red chili. Add the potatoes, turmeric, cumin, coriander and chili powder and fry well. Then add sugar and salt according to taste and ginger and tomato paste and keep stirring. After a while add lukewarm water and the hard boiled eggs and let it simmer for a while. When the gravy starts getting thicker add the freshly grounded black pepper generously and cook for another 10 mins or so until the potatoes are tender. Serve hot with rice or chapattis (Indian flatbread).



DAL DIM

INGREDIENTS - Serving size- 4 adults

Boiled chana or cholar dal (lentils)-250 grams, hard boiled eggs- 4, ginger and garlic paste- 1 tsp, finely chopped onions - half cup, finely chopped tomatoes- half cup, finely chopped cilantro or coriander leaves- quarter cup, cumin or jeera seeds- half tsp, bay leaves- 2, whole red chilies - 2, turmeric powder- half tsp, cumin powder- half tsp, coriander powder- half tsp, garam masala powder- half tsp, salt and sugar as per taste, lukewarm water- 2 cups, ghee or clarified butter- 1 tsp



DIRECTION - Boil cholar or chana dal (lentils) and keep it aside for later use. Boil eggs. Finely chop onions, tomatoes, and cilantro. Make a smooth paste of an inch of ginger root and about 2- 3 garlic cloves with water. Now, pour some cooking oil in a pan or wok. Add the bay leaves, cumin seeds and whole red chilies to it. When the cumin seeds start spluttering, add the chopped onions, ginger garlic paste, chopped tomatoes, and cilantro one after the other and mix well. Add all the dry powders now, like, turmeric, cumin, coriander, and chili. Add the chili powder as to your desired heat. Next, add salt and sugar according to taste. Keep stirring thoroughly and add the boiled dal / lentils. Pour in the lukewarm

water and bring to a boil. Then add the hard boiled eggs. Make little incisions on the eggs before adding to dal so it absorbs all the delicious gravy or masalas. Let this simmer for a while stirring intermittently. When this is almost done, add 1 tsp of ghee or clarified butter and half tsp of garam masala and remove from heat. Your dal dim is now ready to be plated out, serve this with steamed rice or fried rice.



BHUNA GHOSHT RECIPE

Sreeparna Biswas

CUISINE: Hyderabadi

PREPARATION TIME: 10 - 15 mins

COOKING TIME: 45 - 50 mins

SERVING: 3 - 4



INGREDIENTS:

- + 2 Lbs **Mutton**.
- + 1 **Onion** (peeled & sliced).
- + 1 **Onion** (paste).
- + 2 tbs - **Ginger & Garlic** paste.
- + 1 Large **Tomato** (Puree).
- + 2-3 **Green Chillies** (Chopped).
- + 2 tsp **Turmeric powder**.

- ✚ 1 tbsp **Coriander powder.**
- ✚ 1 tbsp **Red chilli powder.**
- ✚ 3/4 Cup **Cooking Oil.**
- ✚ 2 cups **Water.**
- ✚ Chopped **Coriander leaves** (For Garnish)
- ✚ **Salt** to taste.

WHOLE MASALA:

- ✚ 1 Red Chilli.
- ✚ 1 tsp Cumin seed.
- ✚ 2-3 Cloves.
- ✚ 1 Green Cardamon.
- ✚ 1 Black Cardamon.
- ✚ 1 Cinnamon.
- ✚ 1 Bay leaf.
- ✚ 1/2 Star Anise.
- ✚ 10-12 Black Pepper.

METHOD:

- ✚ Wash meat well. Take a bowl and add Onion paste, Ginger & Garlic paste, Red Chilli powder, salt, Turmeric powder, Coriander powder and Tomato puree. Add mutton to this mix and set aside.
- ✚ Take a pan, heat cooking oil. Add the whole masala. Add onion and fry till it turns golden. Add green chillies. Add marinated mutton and fry till it changes color. Add water to it.
- ✚ When water comes to boil, cover the pan and set on low flame and let the meat cook.
- ✚ When the meat is well done, fry the meat till all the water gets evaporated.
- ✚ Finally remove it from heat. Garnish it with chopped coriander leaves.
- ✚ Serve hot with Roti/Naan.





*Wishing You
Good Health, Happiness,
Prosperity, Success
& much more....*

We provide IT resources for

- Oracle ERP
- OBIEE
- Database Administration
- .NET, Java/J2EE, Angular JS
- Project and Program Management
- SOA/BPEL
- Master Data Management
- Hadoop
- OAF/ADF
- APEX



Mohit Kumar
Advanced Enterprise Solutions
7350 E. Progress Place, Suite 100
Greenwood Village, CO 80111
www.gikainc.com
(303) 544-2150
"Vision Delivered with Passion"



Exclusively serving all of your mortgage needs

- True Zero Closing Cost Home Loans
- Low Mortgage Rates & Cost
- Honest Mortgage Advice
- Purchase and Refinance Loans
- No Obligation Consultations

Customer Testimonials

"Best Rates, excellent service, every time! Truly Delighted"

Babu R Bachu
Ex-Treasurer, CTA

"Professional, honest and organized... exceeded all of our expectations"

Keith Goetz
Pilot, U.S. Air Force

"Fortune Team makes the process extremely easy, efficient, and pleasant."

Troy Deering
VP, Western Union

303.706.0920

www.efortunefinancial.com

Located near I-25 & Lincoln

Simply Exceptional Mortgages